Strikes and rights

No end to Marxist contradictions

Nilotpal Basu makes a fervent appeal that strikes should be a fundamental right in the Constitution which would place the matter beyond the jurisdiction of courts. The CPI-M member of Parliament would have carried conviction if his concern for the working class matched Buddhadeb Bhattacharjee's anxiety, expressed in chambers of commerce meetings, to put West Bengal on the road to industrial growth.

Basu wouldn't have demonstrated the same enthusiasm if he were to be present at a face-to-face with potential investors. Nor would Buddhadeb frown upon methods Left unions applied — the *chakka roko* for example — to show how it can force work to come to a halt. Both think they make the right noises at the right forums. As a people's representative, Basu must ensure his party's vote-bank remains intact but gives the game away by recalling the drubbing Jayalalitha received in parliamentary election after terminating services of government employees who were on strike.

The CPI-M member of Parliament has a trade union constituency to protect which goes well beyond votes: it includes crucial responsibilities to ensure Left victories in every circumstance. It doesn't bother him that he is speaking at cross-purposes with the chief minister or adopting a tone that contradicts the assurances Buddhadeb gives to industrialists.

All this has assumed a discernible pattern. Buddhadeb is expected to remain silent when ideological and political objectives are pursued by colleagues. Basu, on his part, will shy away from industrial gatherings which are left to government, have failed to open ways of coping with unemployment.

Buddhadeb has no reason to gloat over a glowing certificate from the Wipro chief after the installation of another IT unit. Aziz Premji may have other ideas about the industrial scenario in West Bengal which he shares with other industrialists and which still pose big hurdles in the way of manufacturing units and revive West Bengal's reputation as the hub of industrial growth in the east. That will perhaps never happen if leaders like Nilotpal Basu pull in a direction that comes into direct confrontation with the courts which declared the Trinamul-sponsored bandh and Left-propelled *chakka roko* to be illegal. There is even a sinister suggestion that a *lakshman rekha* be drawn for the judiciary.

The fact of the matter is that the MP may not have hinted at this if his party were not in a decision making position at the Centre, indicating real problems for the UPA government. If at all, there is a strong case for a *lakshman rekha* to be drawn for irresponsible trade unions and also for devious people's representatives. That the CPI-M has tied itself up in knots in the process is another matter.

10 DEC 2004 THE STATESMAN

AUTONOMY FOR COOPERATIVES

PRIME MINISTER MANMOHAN Singh promised a constitutional amendment to promote the autonomy of the cooperative sector on the occasion of the official completion of 100 years of the movement. His observation comes at a time when the importance of this 200 million member strong institutional network as an agency for economic development and equitable distribution of income is being undermined. The cooperative movement has played a pivotal role in the country's socio-economic transformation and this can hardly be overstated. Cooperatives have been instrumental in the generation of rural employment, disbursement of agricultural credit and expansion of the public distribution system. The pioneering spirit behind Operation Flood, which led the white revolution in milk production is the crowning glory of this sector. Spearheaded by the National Dairy Development Board, it has enabled India to position itself in recent years as the world's largest producer of milk after recording stagnant and even negative growth in the mid-1960s. Underlying this phenomenal success is a core commitment to voluntary and open membership, autonomous functioning, self-reliance and democratic decision-making in running cooperatives. This 'Anand model' exemplifies the principles of cooperation. In many States, the growth of these people's initiatives has been retarded owing to the stranglehold exercised by politicians and the bureaucracy. In utter contempt for democratic norms, elected bodies are replaced by government-appointed special officers and, what is worse, elections are postponed indefinitely. The roots of this malaise can be traced to the introduction in 1954 of state partnership in the equity and management of cooperatives. Today such a partnership is a ruse for state control and cooperatives as a rule exist only in name. Scuttling the democratic process has also had a negative impact on the functioning of cooperatives as commercially viable institutions.

Against such a backdrop, the model law proposed by a committee appointed by the Planning Commission way back in 1990 holds out the prospect of restoration of autonomy in the cooperative sector. It has rejected state participation in the equity and management and called for curtailing the powers of the Registrar of Cooperatives, consistent with his role as a regulator. The committee also expressed reservations on the current stipulation that nobody can serve as an office-bearer for more than two terms. The objection appears to be based on sound reasoning. Though progressive in spirit, the existing provision does not take into account the possibility that individual members, based on their track record, can command the confidence of their constituency over a long period of time. Although successive Governments have endorsed the model law in principle, there has been no amendment of the Multi State Cooperative Societies Act, 1984. Having expressed a commitment to reform the legal framework on cooperatives in its Common Minimum Programme, the United Progressive Alliance Government should set in motion the legislative process without further delay.

The International Labour Organisation has pointed out that the cooperative sector — which employs an estimated 100 million women and men and has more than 800 million members — is an effective tool to integrate unprotected workers in the informal economy into mainstream economic activity. In 2002, the ILO adopted a Recommendation (193) emphasising the role of cooperatives in poverty reduction and in promoting the ILO's Decent Work initiative. Thus there are high stakes involved in facilitating the autonomous and independent functioning of these bodies. The most immediate and direct impact will be felt by the panchayati raj institutions. The political leadership needs to show earnestness and commitment in introducing an institutional reform that is long overdue.

02 DEC 2004 THE HINDU

প্রস্তাবিত চটকল ধর্মঘট হচ্ছে না

স্টাফ রিপোর্টার: আগামী ২৯ নভেম্বর থেকে প্রস্তাবিত অনির্দিষ্টকালের চটকল ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। শনিবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে রাজ্য সরকারের দেওয়া সাত-দফা রফাসূত্রে মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনগুলির ঐকমত্য হওয়ায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন বলেন, " উভয়পক্ষ রাজ্যের দেওয়া সমাধানসূত্র মেনে নেওয়ায় ধর্মঘট এড়ানো গিয়েছে।" মালিকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (ইজমা)-র ডেপুটি চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান আর কে পোদ্দার এবং জগদীশ সারদা একসঙ্গে বলেন, "যা হয়েছে তা মন্দের ভাল। আমরা খুশি যে রবি মরসুমে চটের বাজার মার খাবে না।" তবে সিটু নেতা গোবিন্দ গুহ-র মতে এটি "শ্রমিকদের জয়" হলেও ইনটাক নেতা গণেশ সরকারের বক্তব্য, "চুক্তি মোটেই পছন্দমতো হয়নি। ঐক্যের স্বার্থেই আমরা এই চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছি।"

নতুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে শ্রমিকরা ● ১৩৫ পয়েন্টে মহার্ঘভাতা পাবেন। ১ নভেম্বর থেকেই তা চালু হবে। তাতে প্রতি মাসে ২৫০ টাকা করে বেতন বৃদ্ধি হবে। ● ২০০৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতি মাসে মূল বেতন বা 'বেসিকের' উপর ১০ টাকা করে বাড়তি যোগ হবে। অর্থাৎ বছরে প্রায় ১২০ টাকা মূল বেতনে যোগ হবে। নতুন নিযুক্তরাও এই সুযোগ পাবেন। ● বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার চূড়ান্ত রূপরেখা ১৫ দিনের মধ্যেই স্থির হবে। শ্রম কমিশনারের মধ্যস্থতায় তা স্থির করা হবে। ● ৪ মাসের মধ্যে প্রতিটি চটকলে উৎপাদন-ভিত্তিক বেতন চালুর ব্যবস্থা হবে। এ ব্যাপারে সরকার নজরদারি করবে। ● ২০০২ এবং ২০০৪ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি যাতে সঠিক ভাবে চালু করা হয়, তার জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করবে। ● ভবিষ্যতে চটকলে অস্থায়ী কর্মী যেমন ('অ্যাপ্রেনটিস' বা 'লার্নার') নিয়োগ করার ব্যাপারে শ্রম কমিশনার ব্যবস্থা নেবেন। তিনিই তাদের শিক্ষানবিস থাকার মেয়াদ স্থির করে দেবেন। ● ভবিষ্যতের সমস্ত শ্রম-সমস্যা ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমেই সমাধান করা হবে।

এ দিন প্রায় চার ঘন্টা বৈঠকের পর রফাসূত্র চূড়ান্ত হয়। চুক্তির ফলে এই প্রথম পাটশিল্পে নিয়মমাফিক গ্রেড ও স্কেল চালু করা সম্ভব হচ্ছে।

28 NOV 2004 ANADABAZAR PATRIKA

চটকল ধর্মঘট নিয়ে চাপান-উতোর মালিক ও শ্রমিকে

স্টাফ রিপোর্টার: আগামী ২৯ নভেম্বর থেকে প্রস্তাবিত চটকল ধর্মঘট নিয়ে মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনগুলি শুক্রবার দু'ধরনের বক্তব্য তুলে ধরেছে। মালিক-পক্ষের বক্তব্য, ওই তারিখ থেকে ধর্মঘট হবে না। কারণ, শ্রমিক সংগঠনগুলি তাদের সব বক্তব্যই প্রায় মেনে নিয়েছে। অন্য দিকে, শ্রমিকেরা তা মানতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, "এখনও অবধি ধর্মঘট থেকে সরে আসার কোনও প্রশ্নই নেই। মালিকেরা বেশ কিছু দীর্ঘমেয়াদি শর্ত দিয়ে শ্রমিকদের দাবি মেনেছেন। পরে তাঁরা যে আবার উল্টো কথা বলবেন না, তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। তাই যতক্ষণ না স্থায়ী চুক্তি হচ্ছে, কোনও ভাবেই ধর্মঘট তোলা হবে না।" আজ, শনিবার আবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছে সরকার।

মালিকদের শীর্ষ সংগঠন ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (ইজমা)-র ডেপুটি চেয়ারম্যান আর কে পোদ্দার এবং ভাইস-চেয়ারম্যান জগদীশ সারদা বলেন, "আজকের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর বলাই চলে যে, ধর্মঘট হবে না। কালই চুক্তি সই হবে।" ইনটাকের নেতা গণেশ সরকারের বক্তব্য,"এখনও পর্যন্ত ধর্মঘট থেকে সরে আসার মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি। আমরা কোনও ভাবেই ধর্মঘট থেকে সরছি না। মালিকদের কথা মেনে আমরা বোকা বনতে রাজি নই।"

শ্রমিকদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়া নিয়ে ১৫ দিন সময় চেয়েছেন মালিক পক্ষ। পাশাপাশি ১৩৫ পয়েন্টে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। তবে ১৫ দিন বাদে তা স্থির হবে। এ দিকে, ১ ডিসেম্বর থেকেই সারা দেশে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ওই দিন থেকেই রবি মরসুমের চটের বস্তা বিক্রি শুরু হবে। মালিকদের চাপে রাখতেই শ্রমিকেরা ২৯ নভেম্বর থেকে ধর্মঘট ডেকেছিলেন। তাঁরা সেই চাপ বজায় রাখতে চান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চটকল ধর্মঘট এড়াতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের উপরে তাদের যে কোনও আস্থা, একটি চিঠিতে সরকারকে তা জানিয়ে দিয়েছে রাজ্যের ১০টি চটকল সংস্থা। বরং তারা মনে করে স্থানীয় স্তরে শ্রমিক সংগঠনগুলি সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করেই ধর্মঘটের ধাক্কা সামলানো যাবে। ইজমা-র নেতাদের হাতেও ওই চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে ইজমা যেন তাদের প্রতিনিধি হিসাবে সরকার ও শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনা না-করে। কারণ, কোনও ত্রিপাক্ষিক চুক্তি তারা মানবে না। ধর্মঘট এড়াতে প্রতিটি চটকলে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধান করা হবে।"

রাজ্যের চার বৃহৎ চটকল গোষ্ঠী— বাজোরিয়া, কাংকারিয়া, সারদা ও পোদ্দারদের তরফ থেকেও দ্বিপাক্ষিক চুক্তির দাবি উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই চারটি চটকলে ওই ধরনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে।

27 NOV 2004 ANADABAZAR PATRIKA

28 NOV 2004 THE TELEGRAPH

Soren returns as coal minister

KAY BENEDICT

New Delhi, Nov. 27: Jharkhand Mukti Morcha chief Shibu Soren today returned to Manmohan Singh's cabinet as coal minister but lost the mines portfolio he had also held before stepping down in July after an arrest warrant in a massacre case.

Congress leader Sis Ram Ola was given charge of mines. Telengana Rashtra Samiti chief K. Chandrasekhar Rao, who had been a minister without portfolio, was allotted labour and employment, a portfolio Ola held before the minor shuffle.

The Opposition National Democratic Alliance stayed away from the swearing-in at Rashtrapati Bhavan which lasted less than four minutes. Senior Left leaders were also absent.

Sonia Gandhi, the chairperson of the ruling United Progressive Alliance's, also did not attend the ceremony because of prior engagements.

Sources said pressure from the Congress brass and allies forced the Prime Minister to defer plans for a major revamp. Asked about the next round of expansion, Singh said: "When these things take place, you will know."

Singh brushed aside criticism from the BJP for re-inducting Soren, who had to step down after an arrest warrant was issued against him in connection with the 1975 Chirudih massacre in Jamtara, Jharkhand. "The basis because of which he (Soren) left the government does not exist now," the Prime Minister said.

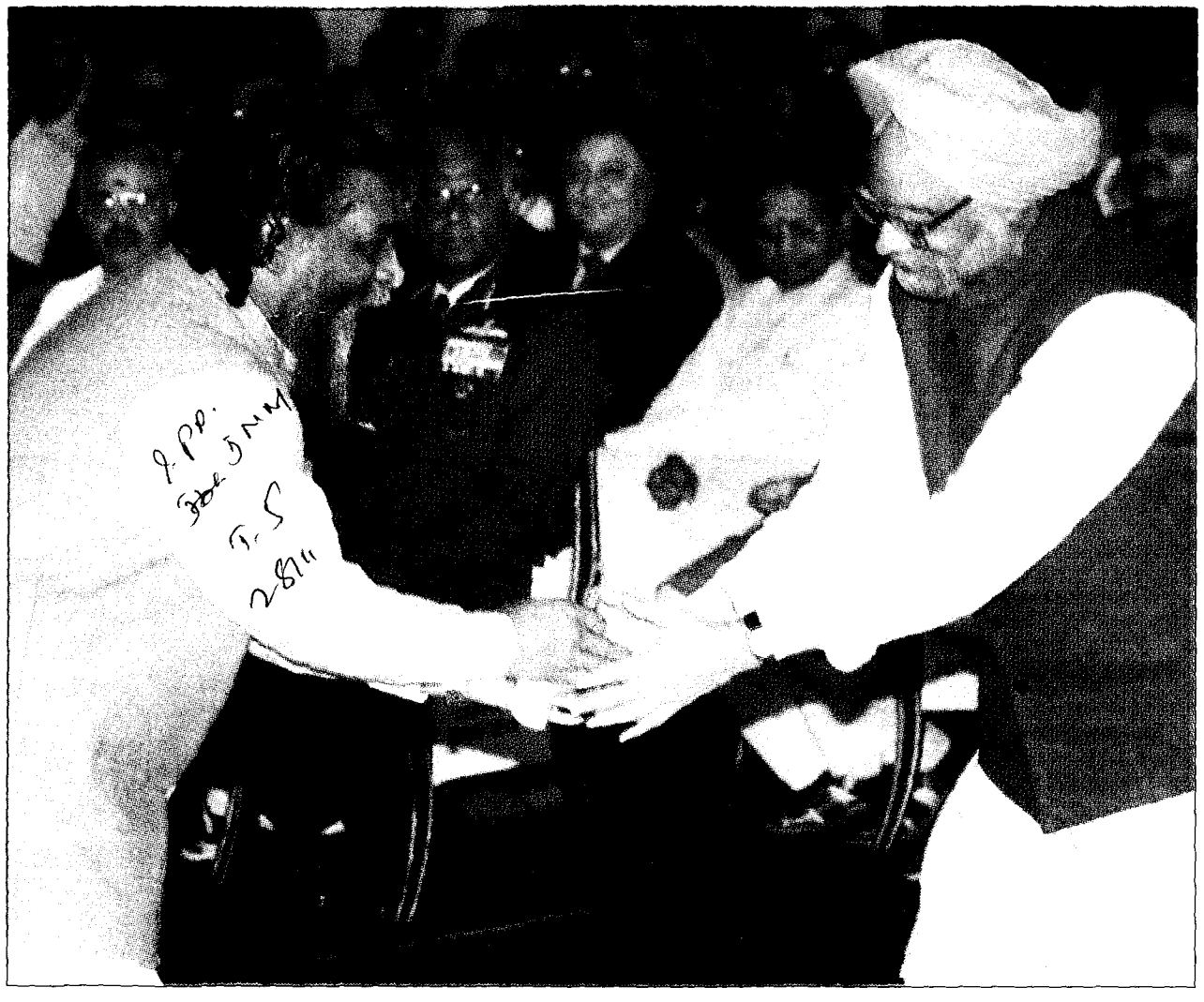

Shibu Soren with Manmohan Singh after being sworn in at Rashtrapati Bhavan. (AFP)

The main Opposition party said it would raise the matter in Parliament without stalling proceedings. An NDA meeting is likely to be convened just before the winter session begins on December 1 to chalk out a strategy.

"This only reaffirms that being tainted is no disqualification for being inducted in this government," BJP general secretary and spokesman Arun Jaitley said. The "moral fabric" of this government is "suspect", he added.

Asked about his re-induction, Soren said: "I was a minister earlier and now I am back. I did not put any pressure on the government."

Congress sources said the coming elections in Jharkhand and the unrest among his tribal supporters clinched his return. The 62-year-old leader is a strong contender for the chief minister's post.

Sources said Soren tried his best to stop mines from being taken away from the ministry he had held before he resigned. He contacted several senior Congress leaders, including Sonia's political secretary Ahmed Patel this morning, pleading for both the departments. But he denied reports that he was "unhappy".

"I belong to the coal belt of the country and so there is no reason why I should be unhappy," Soren said after taking charge as coal minister.

"Guruji", as his supporters call him, however, forgot to mention his name while taking the oath of office and secrecy. The bearded leader merely repeated "*mein*" after President A.P.J. Abdul Kalam instead of "*mein* Shibu Soren" and went ahead with the oath-taking.

Earlier, there was a flutter in media and political circles when reporters noticed three chairs in Ashoka Hall. A private television channel went on air saying two others — including Satish Sharma — would be inducted.

Media persons began ringing up the Prime Minister's Office for confirmation. PMO officials thought Sonia may have intervened while Congress leaders thought the Prime Minister may have decided to include one or two more in his cabinet. The confusion was soon cleared after Rashtrapati Bhavan officials removed two of the chairs.

States flouting norms: NHRC

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: National Human Rights Commission (NHRC) chairperson A S Anand has criticised the state governments for their failure to implement the law on abolition of bonded labour.

"Despite a law abolishing bonded labour having been passed 28 years ago, 194 districts across the country have been identified as carrying on the banned practice. The tendency of the authorities was to camouflage the problem," he said, inaugurating a sensitisation workshop on bonded labour on Thursday.

LABOUR

He specifically mentioned Delhi for its failure. "Even the Delhi government has said that in the last five years, only 31 cases of bonded labour have been identified in the Capital, which is too good to be true considering the large number of migrant labourers that we have here," he said. Blaming official insensitivity and lack of political will for the failure to deal with the problem, Anand said that even the authorities of the 194 bonded-labour prone districts in 17 states would not admit that the system exists. All they admit is the problem of low wages, he said.

According to Anand, states are supposed to send a quarterly status report on the issue to the NHRC as per a supreme court direction in 1997. But in the case of Delhi, he said, "Initially, we got the report, giving the status as 'nil', ie, there was no bonded labour in the city. For the past couple of years, the Delhi government has not even cared to send the report".

Anand suggested that the state governments and the Centre should simplify the procedure for giving rehabilitation grants to released labourers so that they do not slip back into bondage on account of delay in getting the money. He said NGOs should be made part of the whole proces of identification, release, rehabilitation and prosecution. "NGOs will ensure that once the bonded labourers are identified, they get the release certificate."

THE TIMES OF INDIA 30 OCT 2004

RSP union calls indefinite tea garden strike

Pramod Giri
Siliguri, October 22

THE CRISIS in the tea gardens of North Bengal is far from over though the higher Puja bonus this year indicated otherwise. The Dooars Cha Bagan Workers' Union has called indefinite strike in all tea gardens in the state from October 26. This strike call has the support of the trade unions led by veteran Naxal leader Kanu Sanyal, Bhaskar Nandi and the SUCI. However, the Coordination Committee of Tea Plantation Workers and the Defence Committee of Plantation Workers' Rights — two conglomerations of various trade unions — will refrain from the strike.

The state government has asked for the strike to be withdrawn and has convened a meeting to discuss the issue on November 1 in Kolkata.

The DCBWU, a RSP trade union, has called the strike in support of a series of demands, which include a new wage-agreement for tea garden labourers and implementation of the Plantation Labour Act. According to the RSP Darjeeling district secretary, Binoy Chakraborty, tea garden owners are violating the agreements reached between the management and the trade unions.

The last wage-agreement expired on March 31, 2003 but the state has as yet not taken any steps to set up the new wage board. The workers are also being deprived of even their basic rights as guaranteed by the Plantation Labour Act, he said.

The indefinite strike call at this moment — end of the autumn flush season — is an embarrassment to the state and the government is going all out to convince DCBWU to withdraw the strike. The Jalpaiguri district magistrate has already held a meeting with the union leaders and the state labour secretary has requested them to reconsider the strike call.

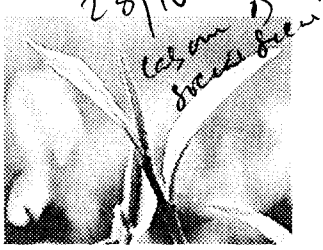

Two leaves and a bud

Talking to *Hindustan Times* today, Chakraborty said the union leaders would meet on Sunday to discuss the government's request.

The convenor of the Defence Committee of Plantation Workers' Rights, Sameer Roy, said the strike would not serve any purpose. It would in fact help the cause of the owners, he said.

Chitta Dey, convenor of the Coordination Committee of Tea Plantation Workers, said it would have been better if a united call for the strike had been given. The strike would affect the leaf plucking that continues till the end of October, he said.

Tea garden sources said even if the state government manages to convince the RSP union, there is little hope that leaders like Kanu Sanyal and Bhaskar Nandi would be won over by the same arguments. It will be difficult for DCBWU to withdraw the strike in the event, as that would invite the wrath of those supporting it in its hour of crisis.

THE HINDUSTAN TIMES

বন্ধ হচ্ছে ওয়েবেলের পাঁচ সহযোগী সংস্থা

সুপ্রকাশ চক্রবর্তী

১ সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত ওয়েবেলের পাঁচটি সহযোগী সংস্থা। লোকসানে চলা রুগ্‌ণ রাজ্য সরকারি শিল্প সংস্থাগুলির পিছনে ভর্তুকি কমাতে ব্রিটিশ সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন দফতরের (ডিএফআইডি) অনুদানে রাজ্য যে পাইলট প্রোজেক্ট চালু করেছে, তারই অঙ্গ হিসাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ওয়েবেলের সহযোগী ওই পাঁচটি সংস্থা।

ওই পাঁচটি সংস্থা হল: তারাতলার ওয়েবেল ভিডিও ডিভাইসেস লিমিটেড, সল্ট লেকের ওয়েবেল ক্রিস্টাল লিমিটেড, ওয়েবেল কার্বন অ্যান্ড ফিল্ম রেজিস্টর্স লিমিটেড, ওয়েবেল ক্যাপাসিটর্স লিমিটেড এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের ওয়েবেল মাল্টিমিডিয়া। এই পাঁচটি সংস্থার ৪৫০ জনের মতো কর্মী তথ্য-প্রযুক্তি দফতরের দেওয়া আগাম অবসরের প্রস্তাব গ্রহণ করে বিদায় নিচ্ছেন। পুরো কর্মসূচিটি মন্ত্রী নিরুপম সেনের অধীন শিল্প পুনর্গঠন দফতরের নিয়ন্ত্রণে। তবে, ওয়েবেল তথ্য-প্রযুক্তি দফতরের আওতায় পড়ায় ওই দফতরই সহযোগী ওই সব সংস্থার কর্মীদের বিদায় নীতি রূপায়ণ করছে।

ওই ৫টি সংস্থার কর্মীদের আগাম অবসর দিতে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২২ কোটি টাকা লাগবে। এর মধ্যে ৮৭.৫ শতাংশ টাকা ডি এফ আই ডি-র কাছ থেকে অনুদান হিসাবে মিলবে। ১২.৫ শতাংশ টাকা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। সম্ভবত ৩১ অগস্ট থেকেই তাঁদের আগাম অবসর প্রকল্প কার্যকর হবে বলে এক সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন।

যে ২১টি রুগ্‌ণ রাজ্য সরকারি শিল্প সংস্থাকে নিয়ে এই পাইলট প্রোজেক্ট শুরু হয়েছে, তার মধ্যে ৭টি সংস্থাকে পুরোপুরি বন্ধ করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এর আগে সুন্দরবন সুগারবিট ও ইন্ডিয়া পেপার পাল্প সংস্থা দুটিও পুরোপুরি বন্ধ করে সেখানকার শ্রমিক-কর্মীদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে আগাম অবসর দেওয়া হয়েছে।

সরকারি মুখপাত্রের মতে, ওয়েবেলের ওই সহযোগী সংস্থাগুলিতে লোকসান যে ভাবে বাড়ছিল, তাতে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ওয়েবেল ভিডিও ডিভাইসেস-এর পুঞ্জীভূত লোকসান ২০০০-০১, ২০০১-০২, ২০০২-০৩ সালে বাড়তে বাড়তে দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ৩৩ কোটি, ৩৬ ও ৩৮ কোটি টাকা। ওয়েবেল ক্যাপাসিটর্স-এ সেই পরিমাণ যথাক্রমে ১৫ কোটি, ১৭ ও ২০ কোটি টাকা।

বাকি ১৪টি সংস্থার মধ্যে ৪টির প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করে রাজ্য সরকার সেগুলিকে নিজের হাতেই রাখবে। ১০টি সংস্থাকে যৌথ উদ্যোগে রূপান্তরিত করে সেগুলির পরিচালনভার রাজ্য সরকার তুলে দেবে বেসরকারি হাতে। যে ৪টি রুগ্‌ণ সরকারি সংস্থার সংস্কার করে রাজ্য সরকার নিজেই চালাবে বলে ঠিক করেছে, তার মধ্যে টিটাগড়ের ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থায় 'উদ্বৃত্ত' কর্মীদের আগাম অবসর দেওয়ার কাজ ইউনিয়নের বাধায় আটকে যায়। কিন্তু নিরুপমবাবুর হস্তক্ষেপে তা এ মাসে ফের শুরু হয়। শুক্রবারেই সংস্থার 'উদ্বৃত্ত' কর্মীদের আগাম অবসরের আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন।

সরকারি এক মুখপাত্র বলেছেন, ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪৪৬ জন স্থায়ী কর্মীর মধ্যে ১২৯ জন আগাম অবসর নিতে চেয়ে দরখাস্ত জমা দিয়েছেন। ৩৭ জন অস্থায়ী কর্মীর মধ্যে আগাম অবসর নিতে চেয়েছেন তিন জন। ফলে, স্থায়ী অস্থায়ী মিলিয়ে মোট ৪৮৩ জন কর্মীর মধ্যে আগাম অবসর নিতে আগ্রহী ১৩২ জন। রাজ্য সরকার অবশ্য সংস্থাটিকে লাভজনক করে তুলতে ১৮৮ জন 'উদ্বৃত্ত' কর্মীকে আগাম অবসর দেওয়ার কথা ভেবেছিল। যাঁরা আগাম অবসর নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে 'রিলিজ' করে দেওয়া হবে।

ANANDABAZAR PATRIKA 22 AUG 2004

আসানসোল শিল্পাঞ্চলে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনে রাশ টানবে সি পি এম

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ● দুর্গাপুর

আসানসোল শিল্পাঞ্চলে সিটুর জঙ্গি আন্দোলনের নিন্দা করে রাজ্য সরকার ও দলের ভাবমূর্তি উদ্ধারে নামল সি পি এম। সিটুর জঙ্গি আন্দোলন যে দলের ভাবমূর্তির পক্ষে ক্ষতিকারক হচ্ছে, সে কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সি পি এম। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রী বংশগোপাল চৌধুরি বলেন, "ই সি এলের বিভিন্ন খনিতে পদস্থ অফিসারদের আটকে রেখে যে ভাবে জঙ্গি আন্দোলন হচ্ছে, তা করা চলবে না।"

গত কয়েক মাস ধরে ই সি এল-সহ বিভিন্ন সংস্থায় সিটু-সহ নানা শ্রমিক সংগঠনের জঙ্গি আন্দোলনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সে কথা বুঝতে পেরেই বুধবার আসানসোলে সি পি এমের বর্ধমান জেলা কমিটির বিশেষ সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, এখন থেকে দলের নির্দিষ্ট কর্মসূচি ছাড়া কোনও খনি বা শিল্পে যখন তখন আন্দোলন করে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া চলবে না। সি পি এমের অমল হালদার বলেন, "আমরা একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ দল। আমাদের ব্যবহার সে রকমই হতে হবে। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া থাকতেই পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট পন্থা ঠিক করেই আন্দোলনে এগোতে হবে।" তিনি জানান, দলের এই সিদ্ধান্ত সমস্ত স্তরের কর্মীদের জানিয়ে দেওয়া হবে। যদিও দলীয় নেতাদের মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সিটু নেতা সফল সিংহ জঙ্গি আন্দোলনের সপক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, "ই সি এল কর্তৃপক্ষের প্ররোচনাতেই শ্রমিকরা বারবার আন্দোলনে নামতে বাধ্য হচ্ছেন।" বিভিন্ন খনিতে আচমকা যে ভাবে আন্দোলন শুরু হয়েছে তাকে বিচ্ছিন্ন বলে মানতেও রাজি নন সফলবাবু।

তবে সিটু নেতারা যাই বলুন, সি পি এম যে আর জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন বরদাস্ত করবে না, পরিষ্কার সে কথা জানিয়ে অমলবাবু বলেন, "এই ভাবে আন্দোলনের ফলে মানুষের কাছে ভুল সঙ্কেত যাবে।" এক ধাপ এগিয়ে বংশগোপালবাবু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, "দলের সঙ্গে আলোচনা না-করে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের আন্দোলন করা যাবে না।" ভবিষ্যতে দলই সরাসরি শ্রমিক আন্দোলনের ধারা ঠিক করে দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সি পি এম।

সম্প্রতি ই সি এলের বিভিন্ন খনিতে সিটুর জঙ্গি আন্দোলনে এক দিকে যেমন উৎপাদন বন্ধ হচ্ছিল, তেমনই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটছিল। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন, আন্দোলনের ফলে সংস্থার আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে। গত শনিবার ই সি এলের কেন্দা এলাকার শঙ্করপুর খনিতে সংগঠনের দুই নেতার সাসপেনশনের আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে তিন অফিসারকে একটি ঘরের মধ্যে টানা পনেরো ঘন্টা আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় সিটু। রাত একটা নাগাদ প্রশাসনের নির্দেশে পুলিশ গিয়ে অফিসারদের উদ্ধার করে। তার কয়েক দিন আগে জামবাদ খনিতে একই ভাবে সিটু-সহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন আন্দোলনে নেমে পড়ায় পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে পড়ে। ই সি এল অফিসার সংগঠনের মুখপাত্র দামোদর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গত এক সপ্তাহে কাজোড়া, কেন্দা ও শ্রীপুর এলাকার একাধিক খনিতে জঙ্গি আন্দোলন হয়েছে। ভানোড়া, নিঘা, ঘুসিক এবং কালীপাহাড়ি খনিতে আন্দোলনের জেরে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। ই সি এলের কর্তাদের আশঙ্কা, এখনও বি আই এফ আর থেকে বেরোতে না-পারা সংস্থাটিতে আন্দোলনের জেরে উৎপাদন ব্যাহত হলে রুগ্‌ণ দশা কাটবে না। শুধু ই সি এল নয়, শিল্পাঞ্চলের অন্যান্য সংস্থাতেও সিটু-সহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন জঙ্গি আন্দোলনে নেমেছে। গত ১৭ জুন রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্তান কেব্‌লস কারখানার ৫ অফিসারকে টানা ৫ ঘণ্টা রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে দেয় এ আই টি ইউ সি কর্মীরা। ১২ জুলাই বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কারখানার জেনারেল ম্যানেজার-সহ ১২ জন অফিসারকে টানা ১০ ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখে শ্রমিকেরা।

শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থায় এ ভাবে একের পর এক জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের লাগাম টানতে এখন মরিয়া সি পি এম। বংশগোপালবাবু বলেন, "কোনও শিল্প সংস্থাতেই জঙ্গি আন্দোলন করা চলবে না।"

ANADABAZAR PATRIKA 16 JUL 2004

FRUITS OF LABOUR

Pathetic Situation In Developing Countries

By BHARAT JHUNJHUNWALA

The International Labour Organisation was created by the United Nations to work for the improvement of the conditions of labour. Though conditions of the workers have been deteriorating across the globe, the situation is particularly bad in the developing countries. Presently 80 per cent people residing in these countries have to survive on 20 per cent resources of the world. This 80/20 distribution is one of the main reasons for extreme deprivation of the workers in the developing countries.

The present 80/20 misdistribution is a product of the industrial revolution. The steam engine was invented in England. It made it possible to mine coal lying deep in the earth. Previously man relied on fuel wood or wood charcoal for fuel.

The egalitarian past

The availability of biomass was greater in the developing countries, hence there was greater concentration of population in these areas. At that time the industrial countries may have had 20 per cent people consuming about 20 per cent of the world's known resources. The steam engine gave an initial advantage to the developed countries by making a huge addition to the resources available in those areas.

The colonial loot of the resources of the developed nations further perpetuated this inequity. The resources of the developing countries were transferred to the developed countries in a big way. In this way 20 per cent people living in these developed nations began to consume 80 per cent of the world's resources.

Such imbalances have arisen many times in the history of mankind. Most of the people of the Indian subcontinent lived in the Indus basin before the 10th century BC. Most of the known natural resources — grasslands around the Indus and the five rivers of Punjab — were located in the area. Eighty per cent people of the Indus basin may have consumed about 80 per cent of the known resources. Conversely, 20 per cent people of the Indus basin may have consumed about 20 per cent of the known resources.

The invention of iron tools made a decisive difference. It became possible to clear the dense jungles of the Ganges basin. As a result, the resources at the command of the erstwhile forest-dwellers of the Ganges basin multiplied manifold and these 20 per cent people now commanded much more than 20 — say 80 — per cent of the known natural resources. At the same time, some of the rivers such as the Jamuna flowing westward changed their course and began to flow through the Ganges basin. The natural resources available in the Indus basin reduced while those available in the Ganges basin increased.

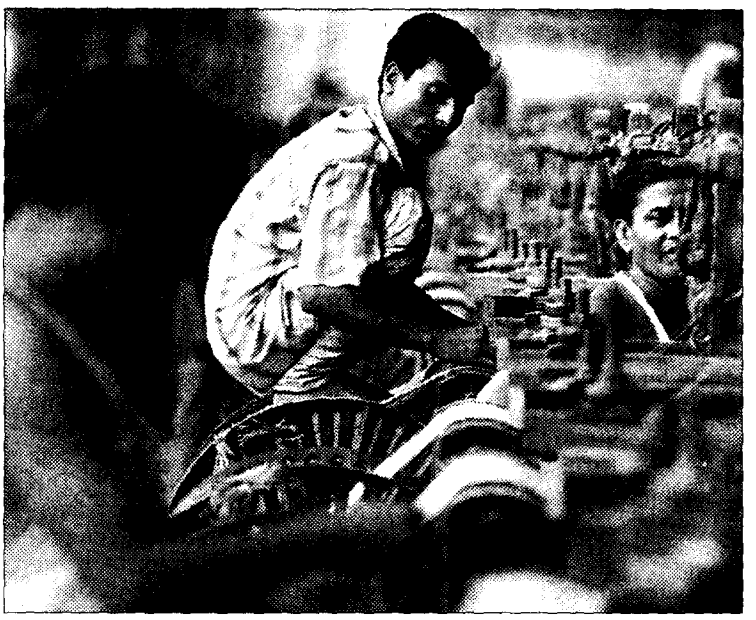

An 80/20 misdistribution like that prevailing between the developed and developing countries presently was created. But this misdistribution was soon rectified. Migration of people took place from the Indus to the Ganges basin. The population in the Ganges basin increased while that in the Indus basin relatively declined. The higher resource endowment of the Ganges basin was neutralised by immigration and equality between population and resource endowment was re-established once again.

Asymmetrical globalisation

The steam engine and other technologies have led to a similar misdistribution in the present period. The resources available to the people residing in the developed countries have increased while those available to the people of the developing countries have relatively declined.

The straightforward solution to this is to allow migration of people from the developing countries to the industrial nations. But these nations have prevented such migration. It is like the forest dwellers of the Ganges basin preventing immigration of the people from the Indus valley.

Furthermore, this misdistribution is persisting because of (1) the technology rents extracted from the industrial nations under provisions of TRIPS; (2) profit repatriations and royalty payments made by MNCs working in the developing countries; (3) the developing countries competing with each other to export larger volumes of their resources at ever declining prices. The result is that 20 per cent people living in the developed countries effectively control 80 per cent of the world's natural resources.

There are two ways of approaching this problem. One is to ignore the 80/20 misdistribution and provide the basic needs of the workers of the developing nations within this iniquitous situation. The second approach is to remove the 80/20 misdistribution and establish global equality.

To take another example, the problem of misdistribution of resources in a village can be seen in two ways. One, the zamindars can be asked to meet the basic needs of the workers while they remain bonded labourers. Two, land reforms can be implemented and land given to the tiller. The former approach leads to "amelioration" of poverty while the latter leads to its "removal". One daresay that land redistribution would be the right approach.

It was expected that ILO would raise this issue in order to secure the welfare of the people of the developing countries, in particular. But ILO fails the test. It had constituted a World Commission on the Social Dimension of Globalisation. The report acknowledges: "From the perspective of developing countries the absence of a multilateral framework for the cross-border movement of people reflects yet another gap in the rules governing the global economy. Many of them maintain that freer migration to the industrialised world would be a swift and powerful means of increasing the benefits they receive from globalisation. From a labour perspective, the lack of a multilateral framework on migration is a clear illustration of the imbalance in the current rules of the game. While the rights of foreign investment have been increasingly strengthened in the rules set for the global economy, those of migrant workers have received far less attention".

Imperial Labour Organisation

But instead of taking the issue to its logical conclusion and asking for free movement of labour, the commission backtracks and gives an apology: "We have already referred to the significant potential benefits, both for the migrants themselves, and for the countries of origin and destination. But this needs to be tempered by the recognition of the potential costs such as the displacement of local workers, the disruption of labour market institutions and social protection systems, and the weakening of social cohesion."

This is like the people of the Ganges basin saying after the discovery of iron tools that they would not allow immigration from the Indus valley because it may lead to displacement of their forest habitats and disruption of their forest-based lifestyles. This exposes the true imperialist character of the United Nations' agencies like the ILO. If the world is becoming a village then why should the fruits of the global orchard be eaten mainly by the industrial nations?

The objective of ILO is not to remove the 80/20 misdistribution at its very roots. Rather, the objective is to ensure that the basic needs of the workers of the developing countries are met so that they do not revolt and the 80/20 misdistribution is maintained safe and secure for the industrial nations. The ILO should be renamed as Imperial Labour Organisation.

The author is former Professor of Economics, Indian Institute of Management, Bangalore.

পাটশিল্পে ঘনঘন ধর্মঘট নিয়ে ইউনিয়নকে সতর্ক করল কেন্দ্র

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পাটশিল্পে শ্রমিক ইউনিগুলির ঘনঘন ধর্মঘট করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের তৈরি পাট বিষয়ক সাব-কমিটির সর্বশেষ খসড়া রিপোর্টে ওই কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, পাটশিল্পের মালিকপক্ষকেও শ্রমিকদের ন্যায্য বিধিবদ্ধ পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৯২০ সালের পর থেকে পাটশিল্পে এখনও পর্যন্ত ২৪টি পূর্ণাঙ্গ ধর্মঘট হয়েছে। কোনও ধর্মঘট থেকে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি তাদের ১০০ শতাংশ দাবি আদায় করতে পারেনি। তবে প্রতি ধর্মঘটেই পাটশিল্পে আনুমানিক ১২০ কোটি থেকে এক হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত লোকসান হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্লাস্টিক ওই বাজার দখল করেছে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, পাটশিল্পে আনুমানিক ৩ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ৯৫ শতাংশই ইউনিয়নের সদস্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, পাটশিল্পকে প্লাস্টিকের হাত থেকে বাঁচাতে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়তে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথেচ্ছ ধর্মঘট বন্ধ করে মালিপক্ষকে সাহায্য করতে হবে শ্রমিকদের। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৫৯টি-র মধ্যে ১৪টি চটকল বন্ধ হয়ে থাকায় আনুমানিক ৬০ হাজার শ্রমিকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। উৎপাদন নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে মতভেদ ও বিরোধের ফলেই ওই সব চটকল বন্ধ হয়ে রয়েছে। এ দিকে, শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ আনুমানিক ২৫০ কোটি টাকা মালিকদের কাছে বকেয়া রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রমিক-মালিক বিরোধ মেটাতে উভয় পক্ষের সম্মতি নিয়েই কমিটি গড়েছিল পূর্বতন এন ডি এ-র সরকার। সম্প্রতি কমিটি তার সর্বশেষ রিপোর্ট পেশ করেছে। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার চটের প্যাকেজিংয়ের উপরে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করায় সমস্যায় পড়ে পাটশিল্প। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মালিকপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলি সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে একটি করে মামলা করেছে।

ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, বহু ক্ষেত্রে বিনা কারণে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি যথেচ্ছ ধর্মঘট করে। সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, তাতে পাটশিল্পের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। যে করেই হোক চটকলে এই আচমকা ধর্মঘট করার অভ্যাস বরদাস্ত করা ঠিক হবে না। প্লাস্টিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাট ও চটশিল্পকে লাভজনক করে গড়ে তুলতে হলে ধর্মঘট বন্ধ করতে হবে। তার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকেও সচেষ্ট হতে হবে। কেন্দ্রের মতে, রাজ্য সরকারি স্তরেই পাটশিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধের নিষ্পত্তির প্রথম ধাপ রচিত হওয়া উচিত। উল্লেখ্য, বন্ধ হয়ে থাকা ১৪টি চটকল খোলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই দু'টি ধাপে শ্রমিক ও মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও ফল পাওয়া যায়নি। আগামী দিনে কী ভাবে সমস্যার নিরসন করা যায়, তার জন্য রাজ্য আলাদা একটি কমিটিও গঠন করেছে।

খসড়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইউনিয়নগুলি পরিষ্কার জানিয়েছে, তারা ২০০২ সালে সই হওয়া সর্বশেষ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানবে না। কারণ, তাতে শ্রমিকদের দাবি মানা হয়নি, কেবল মালিকপক্ষকেই সমর্থন করা হয়েছে। দেশের ১৪টি চটকল ইউনিয়ন আট-দফা দাবি পেশ করেছে। তার মধ্যে উৎপাদন, মহার্ঘ ভাতা, পি এফ, গ্র্যাচুইটি ও ন্যূনতম মজুরির দাবি রয়েছে। মালিকপক্ষের সংগঠন ইন্ডিয়ান জুট মিল্‌স অ্যাসোসিয়েশন (ইজমা) ১২ দফা দাবি পেশ করেছে। মালিকদের অভিযোগ, শ্রমিক সংগঠনগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রয়োজনীয় উৎপাদন করছে না। চুক্তিতে উৎপাদনের সঙ্গে বেতনের সম্পর্ক তৈরির জন্য যে-ব্যবস্থা রয়েছে, তা তারা চালু হতে দিচ্ছে না। মালিকরা বলেছেন, ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে এক বছরে ৪০টি বৈঠক করেও শিল্প-বিরোধের কোনও সমাধান করতে পারেনি রাজ্য সরকার।

ANANDABAZAR PATRIKA 11 JUN 2005

Tea unions begin stir

Statesman News Service

SILIGURI, June 10. — The Coordination Committee, an umbrella organisation of 17 major tea worker unions, comprising the Citu, Intuc, UTUC, AITUC and Marxist-Leninist groups, started an industry-wide movement today through gate meetings.

The CC has decided to intensify the stir from 1 July and stage an industry-wide strike in North Bengal on 5 July. Mr Suresh Talukdar, UTUC state working president, said that the CC's movement could turn into a continuous agitation if the Consultative Committee of Plantation Associations, the apex decision-making body of the tea industry, continues to ignore their demands, which include regularisation and restructure of wages, promotion of staff and sub-staff, filling up of vacancies and statutory benefits for workers.

The CC's agitation programme, coming at a time when the tea season would otherwise be in peak activity, has disturbed the industry. Mr NK Basu, principal adviser to the Indian Tea Planters' Association, said: "Such a movement at this time will have an adverse impact on the industry's efforts towards recovery."

THE STATESMAN 11 JUN

Child labour thrives in govt backyard

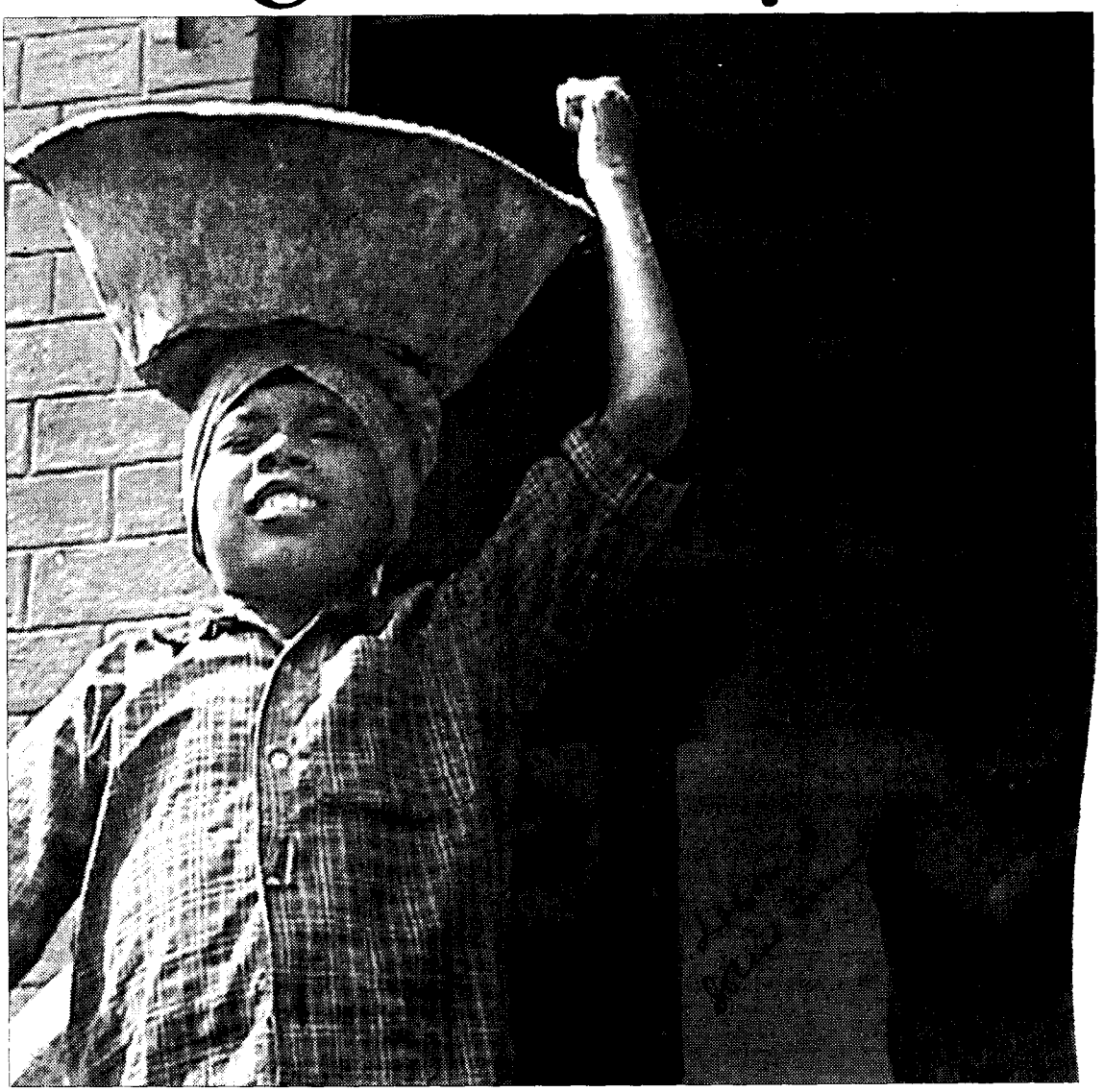

Liton, engaged as a help at the construction site of the Asansol civic body building. — Amitava Mahata

Kanchan Siddiqui in Asansol

June 10. — The Left Front government's claims that it has been successful in dealing with the problem of child labour notwithstanding, children have been engaged in construction work at its own backyard, by the Front-run Asansol Municipal Corporation.

In 1996, the state government had initiated steps to deal with the problem following a Supreme Court verdict in this regard. The government had issued instructions in accordance with the National Child Labour (Prevention and Regulation) Act, 1986 and the Burdwan district administration had launched 40 rehabilitation centres for child labourers. Asansol town itself has three such centres.

But it would appear from the attitude of the LF-run Asansol Municipal Corporation that it couldn't care less about these children.

One would encounter child labourers carrying bricks on their heads within the Asansol Municipal Corporation premises nowadays. As many as four child labourers from different areas of Murshidabad have been engaged in construction work for the extension of the first floor of the civic body building that houses the chamber of the AMC mayor. Understandably, this has triggered off a new controversy on the eve of municipal elections.

AMC mayor Mr Shyamal Mukherjee however said: "They have been engaged by the contractor concerned. The AMC did not engage a single child labourer." He added: "I am aware that we are supposed to ensure that none of the provisions of the act are violated."

Sk Liton, a 11 year-old boy, was found climbing the stairs carrying building materials on his head this afternoon. He has been working here for the past two months.

He said: "I am paid Rs 1,000 for my services. Everyday, I come to work at 5 a.m. and work till 5p.m."

So do his three other friends who also hail from Murshidabad villages. All are aged between 11 to 14 years. They have been brought to Asansol by Sk Saifulla, who arranges labour for contractors.

Mr Rabi Roy, an enlisted contractor with the AMC, had reportedly asked Saifulla to provide wage labourers. The boys, who have been working here for the past two months, say that they have on several occasions seen the mayor, deputy mayor and the councilors frequenting the corridors of AMC building. They said: "No one has ever raised any objections, so we have been working continuously." Mr Mukherjee said: "Many people who have spoken against child labour are perfectly comfortable engaging boys or girls as maid servants in their homes."

Since 1996, the Burdwan district has recorded 27 cases of violation of the provisions of the Child Labour Prevention Act. The violators are supposed to be fined Rs 20,000 which would go to the child labour development fund.

Mr Abdus Sattar, district child labour project director, said: "In 1996, there were 4,600 child labourers in the district. The figure has gone down to 3,600, following consecutive rehabilitation programmes organised by the centres."

11 JUN 2001

THE STATESMAN

শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে কথা অর্থমন্ত্রীর

পি এফ, স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ বাড়ানোর দাবি

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী ● নয়াদিল্লি
ও প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরী ● কলকাতা

সরকারের আয় বাড়িয়ে কোষাগারের সমস্যা মেটাতে বিত্তশালী কৃষকের আয়ের উপর কর বসানোর দাবি করেছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশনের দাবিও জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং স্বল্প সঞ্চয়ের উপর সুদের হার ফের ১২ শতাংশে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি করেছেন তাঁরা। তবে যে বাজারে গড়ে সুদের হার ৭ শতাংশের তলায়, সে বাজারে কেন্দ্রীয় সরকার কী ভাবে এই দাবি মেটাতে পারে তার কোনও সুপারিশ করেননি ইউনিয়ন নেতারা। তবে অন্তত একটি ট্রেড ইউনিয়নের দাবি, এই ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা তৈরি। সরকার চাইলেই তা পেশ করা হবে।

শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের সঙ্গে প্রাক-বাজেট বৈঠকে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি এ ছাড়াও আরও এক গুচ্ছ আর্থিক এবং অন্য দাবি করেছে। অর্থমন্ত্রী ওই সব দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। দাবিগুলির কতটা মেনে নেওয়া সম্ভব হল, তা নিয়ে আলোচনা করতে বাজেটের পর ফের ট্রেড ইউনিয়নদের নিয়ে বৈঠক করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন চিদম্বরম।

এই দিন দিল্লিতে অর্থমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে আটটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ওই বৈঠকে অংশ নেয় তারা হল, আই এন টি ইউ সি, সিটু, এ আই টি ইউ সি, বি এম এস, এইচ এম এস, ইউ টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি লেনিন সরণি এবং এন এফ আই টি ইউ।

এই দিন বৈঠকের শেষে সিটুর সাধারণ সম্পাদক চিত্তব্রত মজুমদার বলেন, "শ্রমিকদের স্বার্থ ছাড়াও জাতীয় এবং সামাজিক স্বার্থেও আমরা বেশ কিছু দাবি অর্থমন্ত্রীর কাছে রেখেছি।" এ আই টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক গুরুদাস দাশগুপ্ত জানান, "আমরা নতুন অর্থমন্ত্রীকে বলেছি, আপনি প্রাক-বাজেট বৈঠকে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে ডেকে ফের তাদের গুরুত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এন ডি এ সরকার এই প্রথা তুলে দিয়েছিল। এখন আপনার কাছে আমাদের আশা, আপনার বাজেটও দেশের শ্রমিক কর্মচারীদের নতুন দিশার হদিস দেবে"। গুরুদাসবাবু বলেন, "আমরা অর্থমন্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমরা দায়িত্বশীল সামাজিক অংশীদার হিসাবেই কাজ করতে চাই। আশা করি আমাদের আপনি উপেক্ষা করবেন না।" জেসপ এবং বালকো বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া নিয়ে তদন্তের দাবিও তাঁরা অর্থমন্ত্রীর কাছে করেছেন বলে জানান গুরুদাসবাবু।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির দাবি

- পি এফ এবং স্বল্প সঞ্চয়ের উপর সুদের হার ১২ শতাংশ করতে হবে
- রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিলগ্নীকরণ নয়
- বোনাসের ক্ষেত্রে বেতনের ঊর্ধ্বসীমার বিধিনিষেধ রদ
- ষষ্ঠ বেতন কমিশন গড়তে হবে
- শ্রম আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মত নিতে হবে
- বিমানবন্দর বেসরকারীকরণ চলবে না
- ভূমি সংস্কার এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে
- অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন
- চাকরির গ্যারান্টি দিতে আইন
- ১০০ দিনের কাজ এবং কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প
- সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগের উপর বিধিনিষেধ রদ
- আয়করের আওতা থেকে ভ্রমণ, টিফিন সহ আরও কিছু ভাতা বাদ দিতে হবে
- বেসরকারি স্কুল শিক্ষক শিক্ষিকাদের গ্র্যাচুইটি ফের চালু করতে হবে

গ্রাফিক্স: নীলরতন মাইতি

বি এম এসের সাধারণ সম্পাদক উদয় পটবর্ধন এবং সম্পাদক বৈজনাথ রায় উভয়েই চিদম্বরমের এই বৈঠককে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন। তাঁরা বিমানবন্দর বেসরকারীকরণের প্রস্তাব নাকচ করার দাবি জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করারও দাবি করা হয়েছে।

আজ বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় শ্রমিক নেতারা সাধারণ ভাবে যে সব দাবি তুলেছেন, তা মূলত সংগঠিত ক্ষেত্রের (অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের দশ শতাংশের) জন্য। কিন্তু সেখানেও বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলেছেন এবং তার মধ্যে সরকারের নড়াচড়ার জন্য যথেষ্ট জায়গা থেকে গিয়েছে। যেমন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার। চিত্তব্রতবাবু যখন দাবি করেছেন, এই সুদের হার ১২ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হোক, তখন গুরুদাসবাবু এখনকার সাড়ে নয় শতাংশ বজায় থাকলেই খুশি। আবার ইনটাকের (কংগ্রেসের শ্রমিক শাখা) সভাপতি সঞ্জীব রেড্ডি বলেছেন, ফান্ডের টাকা এখন যে ভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে, তাতে সুদের হার সাড়ে নয় শতাংশে ধরে রাখা কঠিন হবে। তাই ওই টাকা আরও সাহসী উপায়ে বিনিয়োগ করার পক্ষে রায় দিয়েছেন তিনি। গুরুদাসবাবু আবার তার ঘোরতর বিরোধী। অন্য দিকে, পি এফের তহবিল লগ্নির ক্ষেত্রগুলি আরও সম্প্রসারিত করতে পি এফের কেন্দ্রীয় অছি পরিষদের উপরই পুরো দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বি এম এস।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারীকরণের প্রশ্নেও শ্রমিক নেতাদের মধ্যে রয়েছে একই ধরণের মতবিরোধ। সিটু, এ আই টি ইউ সি-সহ বামপন্থীরা বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে। আবার ইনটাক দাবি করছে, সরকার যদি দায়িত্ব ছেড়ে দেয় তা হলে শ্রমিকদের সমবায় গড়ে তা চালানোর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ইনটাক অন্ধ্রে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে এবং তাতে ফলও পেয়েছে। কিন্তু কমিউনিস্টরা এই ধরণের প্রস্তাবে রাজি নন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বি এম এসের (সঙ্ঘ পরিবারের সংগঠন) উদয় রাজ পটবর্ধন বলেছেন, সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি

এর পর সাতের পাতায়

ANADABAZAR PATRIKA ' 6 JUN

on Tuesday with his daughters and son-in-law. — PTI

Divestment panel sans members

Statesman News Service

NEW DELHI, May 25. — Even as the future of the divestment ministry remains under cloud, the Divestment Commission is virtually defunct with all its members having tendered their resignations en masse to former minister Mr Arun Shourie.

The panel chairman, Mr RH Patil, and four part-time members handed in their resignations to Mr Shourie, right after the election results were out and much before the issue blew into a huge controversy that led to a bloodbath on the bourses.

The resignations were made to enable the new government to have a free hand to reconstitute the commission, officials said.

The resignations of Mr TL Shankar, Mr NV Iyer, Mr VV Desai and Mr KRS Murthy are still reported to be pending with the government.

The Divestment Commission was reconstituted in 2001 after remaining dormant for two years, initially for a two-year period. It was given a year's extension, till October 2004.

It was first set up in 1996-97, during the United Front regime. A separate divestment ministry came into being after the NDA came to power. Post-elections, the Left parties have been strident in their demand to scrap the ministry, sending the capital market into a tail spin.

Sorabjee, Vora quit

NEW DELHI, May 25. — Mr Soli J Sorabjee has resigned as Attorney-General. He congratulated Dr Manmohan Singh on "forming and leading" a new government.

The Centre's interlocutor on Kashmir Mr NN Vohra too has resigned. He submitted his resignation to Dr Singh two days back, a day after the new government was sworn in. — SNS

Details on page 4

THE STATESMAN 26 MAY 2004

Attack on tea union leader

AVIJIT SINHA AND ANIRBAN CHOUDHURY

Birpara, April 8: A mob of about 250 tea garden workers attacked a trade union leader and his henchman, killing one person and setting houses on fire in a rerun of the massacre in neighbouring Dalgaon tea estate.

Nandeshwar Gope, the Citu secretary of Birpara tea estate in Jalpaiguri district, escaped the mob that split into groups and struck at two labour lines of the garden almost at the same time this morning.

Gope's right-hand man Birsa Oraon had been arrested a few days ago on a pending warrant. His family fled today seeing the mob approach. Police have provided Gope protective custody.

At Dipa labour lines, suspected RSP supporters ransacked Gope's deserted house and set it ablaze. The neighbouring house also bore the brunt. As the residents fled, Singa Oraon, 46, was stabbed to death and Budhuram Oraon wounded. He was later admitted to North Bengal Medical College and Hospital.

Ten minutes after 7 am, the other group descended on the neighbouring lines where Birsa Oraon lived and burnt his house.

Superintendent of police Siddh Nath Gupta said: "It's a political clash between two parties. Raids are on to nab the attackers." Over 50 people have been arrested and 20 others detained.

Looking at their wrecked house from a distance, Birsa's son Panchait Oraon said: "We never imagined such an incident could happen here. We fled the house seeing the mob armed with daggers, swords and rods."

Sukra Oraon, a CPM member of the Sishujhumra gram panchayat, said: "Everybody is a CPM supporter in the garden. Recently, anti-socials from outside instigated a few labourers to join the RSP. It is the RSP which is responsible for today's incident."

A woman who was among the attackers trained the gun on Gope. "He was corrupt and so were his accomplices. They used to extort money from the labourers and had unleashed terror. The attack was an outburst against his accumulated sins," said Sundari Oraon, who was arrested.

About 1,000 garden workers had attacked a former Citu leader's house in neighbouring Dalgaon, setting it afire and killing 19 of his supporters. In Calcutta, CPM state secretary Anil Biswas said today's incident had nothing to do with last November's massacre at Dalgaon.

THE TELEGRAPH

সিটুকর্মী খুন, চা-বাগানে শরিকি দ্বন্দ্বের আগুনে নেতার গৃহদাহ

বিশ্বজ্যোতি ভট্টাচার্য ও নিলয় দাস

বীরপাড়া: দলগাঁওয়ের পরে এ বার তারই লাগোয়া বীরপাড়া। ফের আগুন জ্বলল ডুয়ার্সের চা-বাগানে। বৃহস্পতিবার সকালে বীরপাড়া চা-বাগানে সিটুকর্মী এক শ্রমিককে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে, আহত হয়েছেন অন্য এক সিটু-সমর্থক। তার আগে হামলাকারীরা ওই চা-বাগানের সিটু অনুমোদিত চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক নন্দেশ্বর গোয়ালার বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি অবশ্য তার আগেই সপরিবার বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচেন। বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আরও দুই সিটুকর্মীর। ইউনিয়ন দখল নিয়ে সি পি এম এবং আর এস পি-র মধ্যে গণ্ডগোলের জেরেই ওই ঘটনা ঘটেছে বলে বীরপাড়া চা-বাগানের শ্রমিকদের একাংশ অভিযোগ করলেও লোকসভার নির্বাচনের মুখে শরিকি সংঘর্ষের কথা স্বীকার করতে রাজি হননি দু'দলের কোনও নেতাই।

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার সিদ্ধিনাথ গুপ্ত বলেন, "হামলাকারীরা পুলিশকেও প্রথমে বাগানে ঢুকতে বাধা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত লাঠি চালিয়ে এক দল মহিলাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়েছে। তবে হামলাকারীরা কোনও রাজনৈতিক দলের কি না, সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়।" পুলিশ সুপার এ কথা বললেও কলকাতায় আই জি (আইনশৃঙ্খলা) চয়ন মুখোপাধ্যায় বলেন, "ওই বাগানে কয়েক দিন ধরে সিটু এবং আর এস পি-র মধ্যে গণ্ডগোল চলছিল। আর এস পি সমর্থিত লোকেরাই নন্দেশ্বর গোয়ালার বাড়িতে আক্রমণ চালায়।"

পুলিশের লাঠিতে আহত সীমা ওরাওঁ নামে এক মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া এবং হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে রাত পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে ২৫ মহিলা-সহ মোট ৫০ জনকে। পুলিশ জানিয়েছে, নিহতের নাম সিঙ্গা ওরাওঁ (৪৫)। তিনি সিটু নেতা নন্দেশ্বরের ছায়াসঙ্গী ছিলেন বলে বাগান সূত্রের খবর।

বিষয়টিকে আপাতত অরাজনৈতিক মোড়ক দেওয়ার চেষ্টা হলেও জেলা সি পি এম তথা সিটুর সম্পাদক মানিক সান্যাল কিন্তু খবর পেয়ে এ দিন সকালেই তড়িঘড়ি বীরপাড়ায় চলে আসেন। তিনি জানান, "বীরপাড়া চা-বাগানে সিটুর সংগঠন ভাঙতেই এই হামলা হয়েছে। তবে হামলাকারীরা আর এস পি-র কি না, এখনই তা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছি না। তেমনটা হলে নির্বাচনে ভোটারদের মধ্যে অবশ্যই প্রভাব পড়বে। ঘটনার সঙ্গে আর এস পি-র যোগাযোগ থাকলে বামফ্রন্টের বৈঠকে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।"

জেলার আর এস পি নেতা তথা ডুয়ার্স চা-বাগান ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরেশ তালুকদারের বক্তব্য, "ওই চা-বাগানে রেশন ও বেতন নিয়ে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। অনেকেরই ধারণা হয়েছিল, বাগানের ইউনিয়নের নেতার দোষেই তাঁরা নিয়মিত মজুরি পাচ্ছেন না।" বীরপাড়া চা-বাগানের কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য না-করলেও ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স শাখার উপ-সচিব প্রাঞ্জল নিয়োগ জানান, "কেন এমন হল, তা খতিয়ে দেখছি।"

এ দিনের ঘটনাস্থল থেকে ১২-১৩ কিলোমিটার দূরে দলগাঁও চা-বাগানের সিটু নেতা তারকেশ্বর লোহারের বাড়িতে হামলা চালিয়ে গত ৬ নভেম্বর ১৯ জনকে কুপিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। নন্দেশ্বরের মতো তারকেশ্বরও সে-দিন বাড়ি থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। দলগাঁওয়ে তারকেশ্বরের 'মাফিয়া রাজ'-এর বিরুদ্ধে সিটুরই একটা বড় অংশের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছিল বলে সব পক্ষ স্বীকার করে নেয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস ধরে আর এস পি এ-যাবৎ সি পি এমের নিরঙ্কুশ প্রভাব থাকা বীরপাড়া চা-বাগানে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছিল। ৩০ মার্চ আর এস পি-র নেতারা বাগানের স্কুলমাঠে সভা করার পর থেকেই উত্তেজনা বেড়ে যায়। সিটু ছেড়ে বেশ কয়েক জন আর এস পি-র চা-শ্রমিক সংগঠনের দিকে ঝুঁকলে তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলে বাগান সূত্রের খবর। পুলিশি সূত্রের খবর, নন্দেশ্বর তাঁর বাড়িতে হামলাকারী হিসাবে যে-৪০ জনের নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সম্প্রতি সিটু ছেড়ে যাওয়া কয়েক জন বাগান-শ্রমিক আছেন।

পুলিশ জানায়, এ দিন সকাল সওয়া ৭টা নাগাদ প্রায় ৫০ জন হামলাকারী ধারালো অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে আচমকাই বাগানের ডিপো লাইনে নন্দেশ্বরের বাড়িতে যায়। দুষ্কৃতীরা বিনা বাধায় প্রথমে নন্দেশ্বর ও তাঁর ভাই পরমেশ্বরের ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর করে, কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। কয়েক জন হামলাকারী নন্দেশ্বরের বাড়ির উল্টো দিকে বাঙ্কা ওরাওঁ নামে সিটুকর্মীর ফাঁকা বাড়ি ভাঙচুর করে। তার পরে তারা ৫ নম্বর লাইনে ঢুকে প্রথমে গাদি বিরসার বাড়িতে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ফেরার পথে সিটুকর্মী সিঙ্গা ওরাওঁ তাদের মুখোমুখি পড়ে যান। তাঁকে ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা। তাদের হাতে জখম আর এক সিটুকর্মী সোমরা ওরাওঁ এখন বীরপাড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরে নন্দেশ্বরকেও পুলিশ উদ্ধার করে। তাঁর কথায়, "বাগানের কিছু লোক আমার উপরে হামলার ছক কষেছিল। পুলিশকে সে-কথা জানিয়েছি। তারা কারা, পুলিশই সেটা দেখুক।"

রীতিমতো ছক কষেই যে তাঁর বাড়িতে হামলা হয়েছে, ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশের কাছেও তা স্পষ্ট হয়ে যায়। পুলিশ জানায়, বাগানে ঢোকার পরে পুলিশকর্মীদের ডিপো লাইনের সামনে রাস্তা আটকে দাঁড়ান এক দল সশস্ত্র মহিলা। শেষ পর্যন্ত মাদারিহাট থেকে অতিরিক্ত পুলিশ এলে সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ দমকলকর্মীরা ওই ডিপো লাইনে ঢুকতে পারেন।

ANADABAZAR PATRIKA 9 APR 2004

পি এফের আওতা বাড়িয়ে ৮,০০০ টাকা করছে কেন্দ্র

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মাসিক ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতনভোগী শ্রমিক-কর্মচারীদের বিধিবদ্ধ প্রভিডেন্ট ফান্ডের (পি এফ) আওতায় আনতে উদ্যোগী কেন্দ্রীয় সরকার। বর্তমানে এই সীমা সাড়ে ৬ হাজার টাকা, অর্থাৎ সাড়ে ছয় হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পান, এমন কর্মীকে পি এফের সুবিধা দিতে নিয়োগকারী বাধ্য। বেতন তার বেশি হলে পি এফ বাধ্যতামূলক নয়। এখন এই সীমাকে বাড়িয়ে ৮ হাজার টাকা করার জন্য চিন্তাভাবনা করছে কেন্দ্র। এর ফলে আরও বেশি কর্মী পি এফের সুবিধা পাবেন।

বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকে এখন জোর তৎপরতা চলছে। বেশ কয়েকটি বৈঠকও হয়ে গিয়েছে। এ বিষয় আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার এ মহেন্দ্র রাজুর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, "খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় সরকার। আমরা আমাদের মত জানিয়েছি।" রাজুর মতে, এই পদক্ষেপের ফলে আরও বেশি সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী বিধিবদ্ধ প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতায় আসবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই বিধিবদ্ধ ই এস আইয়ের মাত্রা ৬৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫০০ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ আগে যেখানে মাসে সাড়ে ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পাওয়া কর্মী ই এস আইয়ের আওতায় আসতেন, এখন সেখানে সাড়ে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতনভোগীরাও ওই সুবিধা পাবেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নোটিসও ইতিমধ্যেই জারি করে দিয়েছে সরকার।

পি এফের ক্ষেত্রেও আরও বেশি শ্রমিক ও কর্মীদের সুবিধা দিতে চাইছে কেন্দ্র। রাজু জানান, বর্তমানে অনেক সংস্থার মালিকপক্ষ সাড়ে ৬ হাজার টাকার বেশি বেতন পাওয়া কর্মীদেরও প্রভিডেন্ট ফান্ড দিয়ে থাকেন, সেটা তাঁদের 'মহানুভবতা'। আইন অনুসারে তাঁরা চাইলেই সাড়ে ৬ হাজার টাকার বেশি বেতন পাওয়া কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন।

সারা দেশে আনুমানিক ৩ কোটি শ্রমিক-কর্মচারী নির্দিষ্ট ভাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতায় রয়েছেন। ওই কর্মচারীদের বিধিবদ্ধ কয়েক হাজার কোটি টাকা বর্তমানে আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের হাতে রয়েছে। আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনাররাই ওই বিপুল পরিমাণ অর্থের আমানত রক্ষাকারী। সম্প্রতি সারা দেশে পর্যালোচনা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, বিধিবদ্ধ প্রভিডেন্ট ফান্ড দেওয়া এবং না-দেওয়া সংস্থার সংখ্যা প্রায় সমান। যে সব সংস্থা তা দিচ্ছে না, তাদের কাছ থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড আদায় করার দায়িত্ব আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের।

সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সব রাজ্যের উপরে। ২০০৩-'০৪ সালে দোষী সংস্থাগুলির কাছ থেকে পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের অফিস শ্রমিকদের পি এফ বাবদ প্রাপ্য আনুমানিক ২৫০ কোটি টাকা আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গেই আনুমানিক ৩৫ লক্ষ মানুষ প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতায় রয়েছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্পই এ ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি মাত্রায় দোষী বলে এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত। ওই শিল্পে আনুমানিক ২১৯ কোটি টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা দেওয়া হয়নি। এ জন্য দায়ী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষের দায়ের করা আনুমানিক ৪০৬টি মামলাও আদালতে আটকে রয়েছে।

এ দিকে, কেন্দ্রের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের চিন্তাভাবনাও রয়েছে। এক সময় প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতার বাইরে থাকার সীমা তুলে দেওয়ার জন্যও কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকে দাবি ওঠে। সে ক্ষেত্রে যে-কোনও শিল্পেই যে-কোনও কর্মী টানা ৬০ দিন কাজ করলেই প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য হতে পারতেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করতে গেলে সমস্যা দেখা দিতে পারে, এটা অনুমান করে সরকার সেই পদক্ষেপ থেকে সরে আসে। বর্তমানে নির্ধারিত সীমা একেবারে তুলে না দিয়ে ছাড়ের মাত্রা কমিয়ে নিয়ে আসতেই সরকার বেশি উদ্যোগী। পরিসংখ্যান বলছে, কয়েক বছরে ছাড়ের সীমা ক্রমেই কমিয়ে এনেছে সরকার। প্রথমটায় তা ছিল ১৫০০ টাকা, তারপর যথাক্রমে ২৫০০ টাকা, ৩৫০০ টাকা, ৫০০০ টাকা এবং সর্বশেষ ৬৫০০ টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে ৮ হাজার টাকা হতে চলেছে।

ANADABAZAR PATRIKA 8 AP 10

বেতন হয়নি হিন্দ মোটরে, কর্মীরা তাড়ালেন কর্তাদের

স্টাফ রিপোর্টার: গাড়ি শিল্পে বিনিয়োগ টানার জন্য রাজ্য সরকার যখন উঠেপড়ে লেগেছে, ঠিক তখনই রাজ্যের একমাত্র গাড়ির কারখানা হিন্দুস্থান মোটরসে শ্রমিকদের তাড়া খেয়ে কারখানা-চত্বর ছাড়তে বাধ্য হলেন সংস্থার প্রায় ৪০০ ম্যানেজার এবং এগজিকিউটিভ অফিসার। চুক্তি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত দিনে বেতন দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বুধবার সকাল ১০টায় সংস্থার একমাত্র স্বীকৃত ইউনিয়নের সদস্যেরা দল বেঁধে ম্যানেজার ও এগজিকিউটিভ অফিসারদের কারখানা থেকে বার করে দেন। তাঁদের উদ্দেশে বলা হয়, তাঁরা যেন উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে কর্মীদের ক্ষোভের কথা জানান।

শ্রমিকদের অভিযোগের ফলে সংস্থার কর্তৃপক্ষ যে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়াতেই তা স্পষ্ট। এ দিন সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট জে শঙ্কর বলেন, "কই, তেমন কিছু তো ঘটেনি।" রাজ্যের শ্রম দফতর সূত্রের খবর, ম্যানেজারদের কারখানা থেকে বার করে দেওয়ার কথা কর্তৃপক্ষ সকালেই শ্রম কমিশনারকে জানিয়েছেন। ম্যানেজারদের ঢুকতে না-দিলে কারখানায় তালা ঝোলানো হতে পারে বলেও হুমকি দিয়েছেন তাঁরা।

সংশ্লিষ্ট সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক গোবিন্দ চক্রবর্তী স্বাভাবিক ভাবেই জঙ্গি নেতা হিসাবে চিহ্নিত হতে চান না। তাঁর যুক্তি, "দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিকেরা উৎপাদনশীলতার মান বজায় রেখেছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষই নির্দিষ্ট দিনে বেতনের ব্যবস্থা করে তাঁদের শর্ত রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।" গত ৯ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত ওই ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, কর্তৃপক্ষ জানুয়ারির বেতন মিটিয়ে দেবেন ৩ মার্চ। ৩০ মার্চ মেটানো হবে ফেব্রুয়ারির বেতন। ক্রমশ বকেয়া বেতন পুরোটা মিটিয়ে দেওয়া হবে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শর্ত ছিল, মাসে ১৩০০ গাড়ি উৎপাদন করতে পারলে কর্মীরা মাথাপিছু মাসে ৩০০ টাকা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাবেন। ১৩০০-র বেশি প্রতি ১০০টি অতিরিক্ত গাড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্মীদের মাথাপিছু মাসে ৫০ টাকা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার শর্তও আছে ওই চুক্তিতে। ইউনিয়নের অভিযোগ, কর্মীরা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উৎপাদনের মাত্রা পূর্ণ করলেও কর্তৃপক্ষ শর্ত ভেঙে নির্ধারিত দিনে বেতন দিলেন না। কবে ওই বেতন দেওয়া হবে, সে ব্যাপারেও বুধবার পর্যন্ত কোনও নোটিস দেননি তাঁরা।

সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি গুরুদাস দাশগুপ্ত অবশ্য জানান, আজ, বৃহস্পতিবার থেকেই কারখানায় পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। ম্যানেজারেরাও ঢুকতে পারবেন। গুরুদাসবাবু অভিযোগ করেন, কর্তৃপক্ষ দেড় বছর ধরে কর্মীদের দেড় থেকে দু'মাস দেরিতে বেতন দিচ্ছেন। অবসরের পরে এখনও অনেক কর্মী গ্র্যাচুইটি পাননি। বকেয়া মহার্ঘ ভাতাও মেটানো হয়নি। কর্মীরা ছুটির দিনেও ওভারটাইম না-নিয়ে কাজ করছেন। বুধবারের ঘটনা কর্মীদের ওই সব ক্ষোভেরই প্রতিক্রিয়া বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর ইউনিয়ন এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। সরকার থেকে জানানো হয়েছে, কাল, শুক্রবার হিন্দ মোটর নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে।

গুরুদাসবাবুর এই ক্ষোভে সামিল কারখানার সিটু ইউনিয়নের নেতা সুখেন্দু বিশ্বাস এবং ইনটাক ইউনিয়নের নেতা অজিত চক্রবর্তীও। তাঁরা মনে করেন, চুক্তি ভেঙে কর্তৃপক্ষ

এর পর ছয়ের পাতায়

হিন্দমোটরে গেটমিটিং। বুধবার ছবিটি তুলেছেন তপন দাশ।

বেতন হয়নি হিন্দমোটরে

প্রথম পাতার পর

অন্যায় করেছেন। তবে তাঁরা গোবিন্দবাবুদের প্রতিক্রিয়া জানানোর ভাষার বিরোধিতা করেন। ম্যানেজারদের বার করে দেওয়াটা 'হঠকারী' আখ্যা দেন অজিতবাবু। তিনি বলেন, এ দিনের ঘটনার জন্য সরকারের কাছ থেকেও চাপ আসতে পারে শ্রমিকদের উপরে। তাতে শেষ পর্যন্ত লাভ হবে কর্তৃপক্ষের। তাঁরা এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে প্রশাসনের সহানুভূতি আদায় করে নেবেন। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবেন। সুখেন্দুবাবুর মতে, সাধারণ ম্যানেজার-এগজিকিউটিভদের কারখানা থেকে বার করে দেওয়া অর্থহীন।

তবে কারখানার ম্যানেজরাদের বহিষ্কারে জঙ্গি আন্দোলনের ইঙ্গিত আছে, এ কথা মানতে চান না গোবিন্দবাবু। তিনি বলেন, "নিরাপত্তার কারণেই আমরা ম্যানজারদের কারখানার বাইরে যেতে অনুরোধ করি। কারণ, প্রতিশ্রুত বেতন না-পেয়ে কর্মীরা অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলেন। ওই পরিস্থিতিতে ম্যানেজারদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমরা তাঁদের বাইরে যেতে বলি।" তবে উৎপাদন ব্যাহত হয়নি বলে জানিয়েছেন গোবিন্দবাবু। স্বাভাবিক দিনে প্রায় ৬০টি গাড়ি উৎপাদন হয়। বুধবারেও তা-ই হয়েছে।

মাওবাদী-সেনা সংঘর্ষে নেপালে হত ৪১

কাঠমাণ্ডু, ৩ মার্চ— নেপালে একটি টেলিকম কেন্দ্র মাওবাদী জঙ্গিদের আক্রমণে অন্তত ৩১ নিরাপত্তা কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ১১ জওয়ান ও ১৮ জন পুলিশ। এরা সকলেই টেলিকম কেন্দ্রটির নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। সেনার সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ১০ জঙ্গিরও। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে এখান থেকে ১৭৫ কিলোমিটার দূরে ভোজপুর অঞ্চলে।

গত অগস্টে, দেশে রাজতন্ত্রে টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনটির আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর এটাই সবচেয়ে বিধ্বংসী হানা বলে সেনা সূত্রে জানানো হয়েছে। প্রায় ১০০০ জঙ্গি সেনা চৌকি, ব্যাঙ্ক, স্থানীয় প্রশাসন ভবন ও টেলিকম কেন্দ্রটি আক্রমণ করে।

4 MAR 2004

ANANDABAZAR PATRIKA 4 MAR 2004

ANADABAZAR PATRIKA

শ্রমচুক্তি পর্যালোচনা, চা শিল্প বাঁচাতে সুপারিশ মানল রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার: অবশেষে চা-বাগানের ১৯৬৯ সালের শ্রমচুক্তি পর্যালোচনা করার দাবি মেনে নিয়েছে রাজ্য সরকার। কর্মীদের উৎপাদনশীলতার মান নির্দিষ্ট করার সুপারিশও মেনে নেওয়া হয়েছে। চা-বাগানের অবস্থা খতিয়ে দেখতে এবং রাজ্যে চা শিল্পের দুরবস্থা ঘোচাতে নিযুক্ত সব্যসাচী সেন কমিটির প্রতিটি সুপারিশ সরকার মেনে নেওয়ায় এই শিল্পে কয়েক বছর ধরে যে-সঙ্কট চলছে, তা মেটার রাস্তা তৈরি হল মনে করছে সংশ্লিষ্ট শিল্প-মহল। এই সঙ্কটের মূলে ছিল চায়ের চাহিদা এবং দাম পড়ে যাওয়া। ওই শিল্পের বক্তব্য, বিভিন্ন চুক্তি ও করের বোঝার কারণে উৎপাদনের খরচ কমানো যাচ্ছিল না। ফলে বেশ কয়েক বছর ধরে টানা লোকসানের রাস্তায় হেঁটে বেশির ভাগ বাগানেরই নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে। কিছু বাগান ছেড়ে মালিকেরা পালিয়েও গিয়েছেন। এর ফলে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিও মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কয়েকশো শ্রমিক অনাহারে মারা যান বলেও অভিযোগ। এই সিদ্ধান্তের ফলে বাগানগুলি উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে ও খরচ কমিয়ে লাভের মুখ দেখার রাস্তায় হাঁটতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করা হয়। শুক্রবার শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী নিরুপম সেন মহাকরণে জানান, এই সুপারিশগুলির মধ্যে ১০টির রূপায়ণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রক এবং টি বোর্ডের সহায়তা প্রয়োজন। তিনটি সুপারিশের ক্ষেত্রে রাজ্য-কেন্দ্রকে যৌথ ভাবে এগোতে হবে। শ্রমচুক্তি এবং সেলামির মতো যে-১০টি সুপারিশ রাজ্যের এক্তিয়ারে, সেগুলির দ্রুত রূপায়ণের ব্যবস্থা হবে বলে জানিয়েছেন নিরুপমবাবু। চা শিল্প-মহলও এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

সরকার যে-সব ব্যবস্থা নেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেগুলি হল: • চা-বাগান হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সেলামি একসঙ্গে দিতে হবে না। ৩০ বছর ধরে ২৮টি সমান কিস্তিতে তা দেওয়া যাবে। বাগান কেনার প্রথম দু'বছর সেলামি বাবদ কোনও টাকা দিতে হবে না। তৃতীয় বছর থেকে সেলামি দিতে হবে। দার্জিলিঙের বাগানে সেলামির নিম্নসীমা বেঁধে দেওয়া হবে। • কাঁচা চা-পাতা বা পাতির উপরে ১২ পয়সা কেজি হারে যে-সেস দিতে হত, তা আপাতত তিন বছরের জন্য স্থগিত রাখা হবে। • এজেন্টের মারফত নিলাম থেকে চা কিনে সরকার রেশনে বণ্টনের ব্যবস্থা করবে। মন্ত্রী বলেন, পাইকারি বাজারে চায়ের দাম কম অথচ খুচরো বাজারে তা যথেষ্ট বেশি। তার অর্থ, মাঝপথে কোথাও অব্যবস্থা হচ্ছে। দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে গণবণ্টনের মাধ্যমে তা দিতে চায় সরকার।

• পরিত্যক্ত চা-বাগানের শ্রমিকদের বি পি এল রেশন কার্ড দেওয়া হবে। পরিত্যক্ত বাগান সরকার অধিগ্রহণ করে শ্রমিকদের সমবায় করার আমন্ত্রণ জানাবে। বা অন্য কেউ তা কিনে নিতে চাইলে তাঁকে দেওয়া হবে। বাগানের সমস্ত দায়ও বর্তাবে যিনি বা যাঁরা নিচ্ছেন, তাঁদের উপরে। মন্ত্রী জানান, তাঁদের হিসাবে রাজ্যে পরিত্যক্ত বাগানের সংখ্যা সাত, লক-আউট হয়ে থাকা বাগানের সংখ্যা ১৫। দুইয়ে মিলিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২০,৬৪২।

• শ্রমিকদের বাড়িতে আলাদা করে বিদ্যুৎ-সংযোগ দেওয়া হবে। এর জন্য সিকিওরিটি ডিপোজিট দিতে হবে মালিককে।

মন্ত্রী জানান, ৩০ জুন ২০০১-এর পরে যে-সব নতুন ছোট বাগান হয়েছে, সেগুলি বন্ধ করে দেবে সরকার। গাছ উপড়ে ফেলা হবে। নতুন বট লিফ কারখানা করতে আপাতত দেওয়া হবে না।

কেন্দ্র এবং টি বোর্ডের করণীয় বলে যে-সব সিদ্ধান্তকে ওই রিপোর্টে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলি হল: কোন বটলিফ কারখানা কোন কোন ছোট বাগানের পাতি কিনতে পারবে, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া। • প্যাকেট চা ছাড়া চায়ের ১০০% নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা। প্রতি নিলাম কেন্দ্রে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম ব্যবহার। জলপাইগুড়িতে নতুন নিলাম কেন্দ্র তৈরি করা। • চা রফতানির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরিবহণের জন্য ভর্তুকি দেওয়া।

এই সুপারিশগুলির মধ্যে যে তিনটিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে চা শিল্প মনে করছে তার মধ্যে অন্যতম হল শ্রমচুক্তির পর্যালোচনা। এই চুক্তি অনুযায়ী ১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিটি বাগানে কর্মীর সংখ্যা যা ছিল, সেই সংখ্যক কর্মীই বহাল রাখা বাধ্যতামূলক ছিল। এর ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাগানের আয়তন কমে গেলে বা উৎপাদন কমে গেল কর্মী কমানোর উপায় ছিল না বাগান-কর্তৃপক্ষের। চুক্তি পর্যালোচিত হলে এবং উৎপাদনশীলতার মান নির্ধারিত হলে বাগানগুলির পক্ষে বাজারের দামের সঙ্গে তাল মিলেয়ে টিকে থাকা সম্ভব হবে বলে মনে করছে শিল্প-মহল। ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোশিয়েশনের চেয়ারম্যান সি কে ধানুকা জানিয়েছেন, বাগানের যা অবস্থা তাতে নতুন লগ্নি না-হলে এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখা মুশকিল। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে সেলামি এবং শ্রমচুক্তি পর্যালোচনা এই শিল্পকে ঘুরে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে অনেকটাই সাহায্য করবে। ওই বণিকসভার সেক্রেটারি জেনারেল মনোজিৎ দাশগুপ্ত একই মন্তব্য করে বলেন, পাতির উপরে সেস আপাতত না-নেওয়ার সিদ্ধান্তও উৎপাদনের খরচ কমানোয় সাহায্য করবে।

Strike hits banking, insurance sectors

By Aarti Dhar

NEW DELHI, FEB. 24. An estimated 50 million people — including government employees — observed a nationwide general strike today, demanding a review of the Supreme Court judgment on the right to strike and reversal of the Government's economic policies.

While the strike was total in the Left-ruled States, it affected normal life in the rest of the country. The financial sector was affected, with the employees of banks and insurance companies joining the strike. There were reports of lathicharge and arrests in some States.

The strike, called by the central trade unions and industrial federations, was total in West Bengal, Kerala and Tripura and resulted in a "bandh-like" situation in Assam, Haryana, Orissa and Jharkhand. In Tamil Nadu, government employees and teachers did not participate as they had been penalised last year for abstaining from work. The Indian National Trade Union Congress, supported by the Congress, and the Sangh Parivar-backed Bharatiya Mazdoor Sangh and Hind Mazdoor Sabha, also kept away.

The president of the Centre of Indian Trade Unions (CITU), M.K. Pandhe, told presspersons that the working class had "magnificently responded" to the strike call. The working class had asserted its right to strike in the face of the prohibition by the Supreme Court, the "disastrous" economic policies of the Centre — which had resulted in deepening poverty, growing unemployment, reckless privatisation and closures — and the repeated attacks on the labour class. "The massive response to the strike by the working class thoroughly exposes the hollowness of the massive propaganda blitz by the National Democratic Alliance Government on the so called feel-good factor."

There were reports of lathicharge and large-scale arrests in Delhi, Haryana, Orissa and Pondicherry. No flights took off from Kolkata and rail traffic was disrupted at several places.

Despite opposition from some unions, the strike hit operations in the Kolkata, Haldia, Cochin, Gujarat, Paradip, Tuticorin and Mumbai ports. Oil installations in Tripura, Assam, West Bengal and Bihar were affected, the CITU representatives claimed.

A large number of coal miners, employees of public sector undertakings in Bangalore, Hyderabad and Visakhapatnam, plantation workers, construction labourers and those employed in the steel plants in Salem, Durgapur and Burnpur also took part in the strike.

The CITU, the All-India Trade Union Congress, the All-India Central Council of Trade Unions, the Trade Union Coordination Centre, the United Trade Union Centre and the UTUC (LS) backed the strike. The All-India Bank Employees Association, the All-India Insurance Employees Association, the All-India State Government Employees Federation and the Confederation of Central Government Employees and Workers also supported it. Over 15 lakh civilians employed in the defence production sector and some employees of the Income Tax department also extended their support.

"The strike was to protest against the fraud being perpetrated by way of the feel-good factor by the Government. If India is really shining, the response would not have been so massive," the AITUC general secretary, Gurudas Dasgupta, said.

He charged the Congress with backing the NDA by not coming out with its stand on the Centre's economic policies "The struggle will continue, irrespective of whichever party comes to power, and till there is a total reversal of these policies," he said.

A few passengers wait on a deserted platform at the Howrah station in Kolkata on Tuesday during a strike called by the Left-affiliated trade unions in protest against the Supreme Court judgment on strikes by government employees. — Photo: Sushanta Patronobish

THE HINDU 25 FEB 2004

SC clarifies stand on illegal strike by employees

Statesman News Service

NEW DELHI, Feb. 18. — The Supreme Court (coram, Pal, Singh, JJ) has held that going on an illegal strike would amount to unauthorised absence from work. The submission that a person on an illegal strike does not abandon his job is erroneous, the Bench observed.

Admitting an appeal by the Uttar Pradesh State Bridge Corporation Ltd against an Allahabad High Court order reinstating 168 of its employees who had been on an illegal strike for over eight months, the Supreme Court made a clear distinction between the rights of an employee going on a legal strike and another on an illegal strike.

"An illegal strike cannot by definition be 'authorised absence'," it stated, referring in this context to the definition of "continuous service" in Section 25B of the Industrial Disputes Act. Exclusion of persons on illegal strike from the definition clearly means that the period for which a person is on illegal strike does not amount to service, the court noted.

"Different considerations would, no doubt, prevail where the strike is legal. Workers on strike continue to be in service though they may have ceased work," it stated. Thus a person on illegal strike and a person on legal strike are both "absent", but the absence of the first is unauthorised, whereas the second is not, it observed. The UP Rajya Setu Nigam Karmachari Sangh had challenged the termination order of the UP State Bridge Corp. in the High Court. It had contested the argument that the employees were on an illegal strike. But the HC had ruled that illegal strike didn't amount to abandonment of service and reinstated the employees.

19 FEB 2004

বেআইনি ধর্মঘট অবৈধ ছুটি: কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি— ধর্মঘটের কোনও নৈতিক বা মৌলিক অধিকার নেই, সুপ্রিম কোর্ট সাম্প্রতিক অতীতে এই রায় দিলেও আজ সর্বোচ্চ আদালতের একটি রায়ে 'আইনসঙ্গত' ও 'বেআইনি' ধর্মঘটের মধ্যে পার্থক্য আবার স্বীকার করে নেওয়া হল। আজকের রায়ে যা বলা হয়েছে তা মূলত শিল্পবিবাদ আইনের পুনরুক্তি কিন্তু আগের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের রায় কিছুটা তাৎপর্যপূর্ণ।

আজকের রায় দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি রুমা পাল ও দি পি সিংহের বেঞ্চ। ইউ পি স্টেট ব্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেডের একটি আবেদনের ভিত্তিতে তাঁরা বলেছেন, বৈধ ছুটি ও অবৈধ ছুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। যাঁরা বেআইনি ধর্মঘট করছেন তাঁদের ছুটি 'বৈধ' বলে গণ্য হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে শিল্পবিবাদ আইন উদ্ধৃত করে বিচারকেরা বলেছেন, অবিচ্ছিন্ন চাকরির সংজ্ঞা হল 'যে চাকরিতে কোনও ছেদ পড়েনি'। অসুস্থতা, বৈধ ছুটি, দুর্ঘটনা বা আইনসঙ্গত ধর্মঘট ও লকআউটের কারণে কাজে যোগ দিতে না-পারলেও তা চাকরিতে ছেদ বলে গণ্য হবে না। তা ছাড়াও এর মধ্যে পড়ে এমন কোনও কারণে অনুপস্থিতি যার জন্য কর্মচারী দায়ী নন। কিন্তু অবৈধ ধর্মঘট চাকরিতে ছেদ হিসাবে গণ্য হবে।

সুপ্রিম কোর্টের আগের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই রায় তাৎপর্যপূর্ণ হলেও বস্তুত আইনে যা আছে সেটাই উদ্ধৃত করেছেন বিচারকেরা। কাজেই এই রায় নিয়ে শ্রমিক নেতারাও উচ্ছ্বাস দেখাননি। সিটুর সভাপতি এম কে পান্ধে বলেছেন, "আগের রায়ে সর্বোচ্চ আদালত ধর্মঘটের অধিকারকেই আক্রমণ করেছিল। আর আজকের রায়ে শুধু আইনে যা বলা আছে সেটাই পুনরায় বলা হয়েছে।"

ANADABAZAR PATRIKA 19 FEB 2004

'State largest PF defaulter'

KOLKATA, Feb. 6. – The "labour friendly" Marxist state government now faces the blame of being the "largest provident fund defaulter in the state".

And the allegation was made by a section of representatives of tea garden workers at Writers' Buildings this evening after the commerce and industries minister, Mr Nirupam Sen, and the labour minister, Md. Amin, met workers' representatives with a tranche of proposals aimed at alleviating the crisis in the tea sector.

A committee, headed by the commerce and industries secretary, Dr Sabyasachi Sen, has penned a set of recommendations relating to productivity, production, land-labour ratio and which were laid inn front of the workers' representatives for their opinion.

Mr Samir Roy, while briefing reporters after the meeting on behalf of the Defence Committee for Plantation Workers, said: "Nearly 30 tea gardens are now closed and those that are open are paying only partial wages to its workers. The government itself is the biggest PF defaulter of the state. The terms of reference of the committee report had no mention of the starvation deaths in tea gardens or its causes.

— SNS

Orissa home secy gheraoed

BHUBANESWAR, Feb 6. — Employees of the state secretariat today gheraoed the home secretary, Mr Santosh Kumar, for several hours in protest against his alleged highhandedness. They even demanded his transfer from the department. If the government does not shift him, we will physically remove him from the department, threatened the employees. Though senior police officers with armed police force rushed to the spot to maintain law and order, they stood as mute spectators as the employees resisted entry of policemen to the secretariat campus. — SNS

THE STATESMAN 7 FEB 2004

State peddles conciliation officers

Statesman News Service

KOLKATA, Jan. 28. — It's no more a secret. The state government today publicly proclaimed that it wants, as final recourse, its own people to settle industrial disputes and, in the process, do away with traditional court-based resolution.

Urging the Centre to provide the state government "more powers", state labour minister Md Amin expressed his desire to appoint a panel of conciliation officers which would serve as an alternative to the labour tribunal.

Speaking at the inaugural session of a workshop, organised jointly by the International Labour Organisation (ILO) and the Union labour ministry, on "Strategies for Strengthening Conciliation Skills", the minister said: "Usually settlement through tribunal is a long drawn process and workers, more often than not, are unable to see it through. We must, hence, think of an alternative to the tribunal."

"The neutral conciliation officers would make sure that they settle cases in no more than a month after five or six sittings with the disputing parties. To enable us to appoint the conciliation officers, the existing labour laws can be amended," he added.

Appealing for "settlements minus strikes" in his speech, Mr Amin drew attention to "the usual trade union practice of over-framing demands so that their desired settlement is achieved after negotiation with the management".

ILO stand

KOLKATA, Jan. 28. — Mr Herman van der Laan, director ILO, India, said making changes in the industrial relations environment was more important than making changes in the system of dispute settlement. He urged state governments to establish a "monitoring unit for disputes" and a complementary "statistical and analytical database on various aspects of disputes". — SNS

29 JAN 2004

THE STATESMAN 29 JAN 2004

অসংগঠিত কর্মীদের পেনশন প্রকল্প ঘোষণা আজ

স্টাফ রিপোর্টার: নির্বাচনের মুখেই অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য পেনশন প্রকল্প চালু করছে কেন্দ্রীয় সরকার। 'আনঅর্গানাইজড সেক্টর ওয়ার্কার্স সোস্যাল সিকিউরিটি স্কিম, ২০০৩' শীর্ষক প্রকল্পটির আজ শুক্রবার উদ্বোধন করা হবে। যে-সমস্ত কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্পের আওতায় নেই এবং যাঁদের মাসিক বেতন ৬৫০০ টাকা পর্যন্ত, তাঁরাই ওই পেনশন প্রকল্পের আওতায় আসবেন বলে জানান অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার এ বিশ্বনাথন। প্রকল্পের আওতায় আসবেন দেশের ৩৭ কোটি কর্মী।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় কর্মচারী পেনশন প্রকল্প (ই পি এস) নিয়ে সি আই আই আয়োজিত আলোচনাসভা শেষে বিশ্বনাথন জানান, নতুন প্রকল্প অনুযায়ী অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা মাসে ৫০০ টাকা করে পেনশন পাবেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিমার সুবিধাও তাঁদের দেওয়া হবে। কোনও কর্মী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন দিনে ৫০ টাকা করে ভাতা পাবেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরেই পেনশন পেতে থাকবেন কর্মীরা। কর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রীকে ওই পেনশন দেওয়া হবে।

পেনশন প্রকল্পের তহবিলটি কর্মী, নিয়োগকারী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দিয়ে তৈরি করা হবে। মোট ওই তিনটি সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রতিটি কর্মীকে মাসে ৫০ টাকা করে পেনশন তহবিলে দিতে হবে। নিয়োগকারী দেবেন মাসে ১০০ টাকা করে। তহবিলে কেন্দ্রীয় অনুদান হবে বছরে ২৫০ টাকা।

এই দিন কর্মচারী পেনশন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সভায় বিশ্বনাথন মন্তব্য করেন, কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নগদ টাকা অপেক্ষা মাসিক পেনশন অনেক বেশি সুবিধাজনক হবে। কারণ, ক্রমহ্রাসমান সুদের হার এবং মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি পেনশনে থাকে না।

ই পি এস-এর ক্ষেত্রে কোনও সংস্থা ইচ্ছা করলে কর্মীদের অনুমোদন নিয়ে নিজেরাই বিকল্প পেনশন প্রকল্প চালু করতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের সুবিধা ই পি এস-এর থেকে বেশি অথবা একই রকম হতে হবে। কর্মীরা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলেও পেনশন চালু রাখার নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে।

ANADABAZAR PATRIKA 23 JAN 2004

Jute mill workers beat up top official

HF 3 1911 Labour & S. Lunch

HT Correspondent
Naihati, January 18

A SENIOR executive of Hukumchand Jute Mill in Naihati was on Sunday severely beaten up by thousands of labourers, who feared that their salaries might be slashed.

Rumours floated from the morning that the mill authorities were planning to shift the power loom machine to the No 5 unit, which would entail cutting down on the staff strength and the salary figures. The men also feared that the unit might be closed down as a result.

The word spread fast and soon some hundreds of labourers gathered at the mill premises. Without waiting for any assurance or explanation, they went on the rampage. The mill wall was demolished even as the crowd swelled into thousands.

Narad Muni Misra, the mill's personnel manager, was in his room when he was caught unawares by the 2000-strong mob of angry workers. The labourers stormed into his room and beat him up severely.

Three mill staffers, who tried to rescue Misra from the clutches of the irate workers, were in turn beaten up. Others smashed all the furniture in the room and broke open the almirahs storing important official records.

Not satisfied with the trail of damage behind them, the workers converged in front of the mill and blocked on the road. The police rushed to the spot but the labourers continued with their agitation. All work at the mill was stopped to break the protest. Misra was admitted to a nursing home, bleeding profusely.

"We heard that our daily salary of Rs 178 would be reduced to Rs 150," said Shibkumar Saha, one of the protestors. "The mill owner and the union were together shifting the power loom and we learnt that no new machine would be replace the old one. Instead, the authorities were planning to launch an electric operating system. This would mean reduction in staff strength."

The mill employs 10,000 labourers.

Union leaders and the mill authorities denied any plans on the board of shedding work force. "It's a baseless allegation," said Preety Roy, Chowdhury, leader of the Citu-backed BMCU. "There are no plans to stop this unit and slash salaries. Only the power loom sector was being shifted," added B.K. Chand, the security officer of the mill.

Policemen have been posted in the area to prevent any further agitation, said Kanad Bhattacharya, SDPO of Barrackpore.

THE HIDUSTAN TIMES 19 JAN 20..

Jute strike called off

A STAFF REPORTER

Calcutta, Jan. 8: The strike in the jute industry was withdrawn today following an agreement ensuring an additional Rs 264 every month from February for nearly 2.5 lakh workers.

The mills, however, will resume production on Saturday. Several trade unions had called the indefinite strike from December 29 demanding, among other things, restoration of variable dearness allowance on the basis of the cost of living index.

Jute mill owners today agreed to the DA demand but forced the unions to agree on productivity-linked wages.

Labour minister Mohammed Amin, who chaired a series of tripartite meetings to end the deadlock in the past two weeks, told reporters that the agreement would help increase productivity and benefit workers financially.

Apart from restoring the DA, Amin said, the mill workers would get an annual increment of Rs 10. The DA would be worth Rs 254.

About 50,000 workers in 59 jute mills, whose wages were reduced following flaws in the interpretation of certain clauses in the January 2002 agreement, would now be treated on a par with other workers and ensured of a daily wage of nearly Rs 160 per day at entry level, Amin said.

Sanjay Kajaria, the chairman of the Indian Jute Mills Association, said the agreement would ensure the industry's "peace and viability".

He added that the best part of the settlement was linking wages with productivity. Workers can now earn more and production is expected to up.

An industry estimate put the additional financial commitment for a mill at around Rs 15 lakh every month.

Driver stoned

Behrampore, Jan. 8: The driver of a Calcutta State Transport Corporation bus, Dulal Mondal, was killed by a mob here this morning.

Though Mondal managed to save a nine-year-old girl who ran in front of the speeding vehicle on National Highway 34, about 210 km from Calcutta, the mob was angry because she was injured and had to be hospitalised. The bus was on its way to Calcutta from Khejuria in Malda.

THE TELEGRAPH 9 JAN 2003